CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 31 January, 2021 ■ আগরতলা, ৩১ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ১৬ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

লংতরাইয়ে বিজেপি নেতাকে বাড়িতে ঢুকে গুলি করে হত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। ধলাই জেলায় এক বিজেপি নেতাকে গুলি করে নিঃসংশ ভাবে হত্যা করেছে দুষ্কৃতিকারীরা। নিহত বিজেপি নেতার নাম কৃপা রঞ্জন চাকমা। তিনি বিজেপির ছাওমনু মন্ডল কমিটির সাধারণ. সম্পাদকের ভাই ছিলেন তিনি। নিহত বিজেপি নেতার বাড়ি ধলাই জেলার লংতরাই ভ্যালি মহকুমার মানিক পুর থানা এলাকার জয়চন্দ্র কার্বারী পাড়া। গতকাল রাত তিনটা নাগাদ দুষ্কৃতিকারীরা বাড়িতে ঢুকে তাকে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘিরে এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে মানিকপুর থানার পুলিশ এবং পদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। হত্যাকান্ডে জড়িত সন্দেহে তিনজনকে আটক করে পুলিশ। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে।উল্লেখ্য ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলা পরিষদ এলাকায় সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে।প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিজেপি নেতাকে গুলি করে হত্যা করেছে দুষ্কৃতিকারীরা। উল্লেখ্য ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের বিভিন্ন স্থানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে সন্ত্রাসবাদীরা।

এদিকে, বিজেপির তরফে নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেছেন, ভারতীয় জনতা পার্টির ছাওমনু মণ্ডলের যুবা কার্যকর্তা কৃপারঞ্জন চাকমার হত্যাকাণ্ডে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে পার্টির প্রদেশ নেতৃত্ব। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার দাবি জানাচ্ছে পার্টি। শনিবার খুব সকালেই ছাওমনু মণ্ডল কমিটির সাধারণ সম্পাদকের ছোট ভাই তথা জনজাতি মোর্চার একনিষ্ঠ কার্যকর্তা ও ওই মণ্ডলের অধীন ৪২ নং বুথের পৃষ্ঠাপ্রমুখ কৃপারঞ্জন চাকমাকে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রদেশ কার্যালয়ে খবর এসে পৌঁছায়। ঘটনার অব্যবহিত পরেই প্রদেশ নেতৃত্বের নির্দেশে মণ্ডল সভাপতি সমেত অন্যান্য স্থানীয় নেতারা ঘটনাস্থলে ছুটে গেছেন এবং ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা শুরু করেছেন।

বিষয়টি সম্পর্কে পার্টির জেলা কমিটিকেও অবহিত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত পার্টির স্থানীয় সূত্রে যে তথ্য পাওয়া গেছে সে অনুযায়ী প্রয়াত কৃপারঞ্জন চাকমা তার বাড়িতে একটি বাঁশের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষকদের সঙ্গে আলোচনার সব রাস্তা খোলা, সর্ব দলীয় বৈঠকে জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.)।। বাজেটের আগের সর্বদল বৈঠকে কৃষি আইন ইস্যু নিয়ে বিরোধীদের আশ্বস্ত করার সবরকম প্রচেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গণতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে কৃষকদের ট্রাক্টর মিছিলকে ঘিরে গোলমালের পরও কৃষকদের সঙ্গে আলোচনার রাস্তা খোলা রাখল কেন্দ্র। বাজেট অধিবেশনের আগে সর্বদল বৈঠকের আগে সেকথা জানালেন খোদ প্রধানমন্ত্রী।

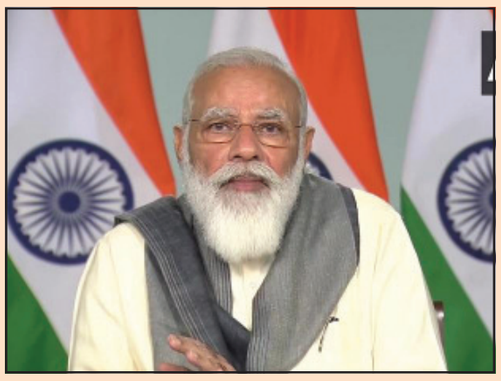

নরেন্দ্র মোদীর সাফ কথা, একটা ফোনেই কথা বলবেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার। শনিবার ওই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''কৃষিমন্ত্রী কৃষকদের যা বলেছিলেন সেটাই ফের বলছি। কৃষি আইন নিয়ে এখনও কোনও সমঝোতা হয়নি। তবে কেন্দ্রের একটা প্রস্তাব ছিল। আলোচনা রাস্তা খোলা রয়েছে। এনিয়ে যেকোনও সিদ্ধান্ত আলোচনার মাধ্যমেই নিতে হবে। আমাদের সবাইকে দেশের কথা ভাবতে হবে।''

কৃষি আইন নিয়ে সরকারের সঙ্গে সর্বশেষ আলোচনায় কেন্দ্রের তরফে বলা হয়, আগামী দেড় বছর নয়া ৩ কৃষি আইন লাগু করবে না কেন্দ্র। কিন্তু তা প্রত্যাহার করা হবে না। এনিয়ে ভেবে দেখুক কৃষকরা। তবে কৃষকদের দাবিই ছিল, অন্য কোনও কথা নয়, আইন প্রত্যাহার করতে হবে। এদিকে, ট্রাক্টর মিছিলে দিল্লিতে লালকেল্লা সহ একাধিক জায়গায় হাঙ্গামার পর পরিস্থিতি অন্য দিকে মোড় নেয়। দুটি কৃষক সংগঠন আন্দোলন থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অন্যদিকে, পুলিশও চাপ সৃষ্টি করতে থাকে আন্দোলনকারীদের উপরে। এরকম অবস্থায় ফের সরকারের প্রস্তাব খেতিয়ে দেওয়ার কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী। বাজেট পেশের আগে শনিবার প্রথা মেনেই সংসদে সর্বদল বৈঠক ডেকেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । বৈঠকের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল কৃষক বিক্ষোভ। বিরোধী সাংসদদের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আমরা কৃষকদের এই আইন স্থগিত রাখার যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম তা এখনও আছে। আমার সরকার এখনও ১৮ মাসের জন্য এই আইন প্রত্যাহারে প্রস্তুত।'' মোদী জানান, কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর এখনও কৃষকদের ফোনের অপেক্ষায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন,''আমরা কৃষকদের এও বলেছি যে, আইন প্রত্যাহার ছাড়া বিকল্প কোনও প্রস্তাব থাকলে, আপনারাও সেই প্রস্তাব রাখতে পারেন।''

প্রসঙ্গত, বাজেট অধিবেশনের আগে ২০টি বিরোধী দল একযোগে রাষ্ট্রপতির ভাষণ বয়কট করলেও, শনিবার প্রধানমন্ত্রীর ডাকা সর্বদল বৈঠকে কমবেশি সব দলই উপস্থিত ছিল। কংগ্রেসের তরফে গুলাম নবি আজাদ, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবসে গান্ধীঘাটে গান্ধী বেদিতে পুষ্পার্ঘ দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাজ্যপাল রমেশ বৈস। ছবি নিজস্ব।

বিশালগড়ে অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। বিশালগড় এর প্রভুরাম পুর এলাকায় অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন এক মহিলা। অগ্নিদগ্ধ মহিলার নাম বাসন্তী দেবী। স্বামীর নাম বলাই দেব। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে তিনি রান্না করে রান্না করতে গিয়েছিলেন। রান্না করার সময় গ্যাসের চুলা থেকে আগুন লেগে যায় তার পরিধেয় কাপড়ে।

মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে।মহিলার চিৎকার শুনে পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। ততক্ষণে আগুন সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ায় সারা শরীর ঝলসে গেছে। পরিবারের লোকজনরা আতঙ্কিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলার গলার চেইন ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। রাজ্যে চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গোমতী জেলার উদয়পুরে শনিবার সাতসকালে ছিনতাইকারীরা এক মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাই করে নিয়ে গেছে।

জানা যায় স্বাস্থ্য দপ্তরে কর্মরত মহিলা রাখি দেববর্মা সকালে ফুল তুলতে রাস্তার পাশে গিয়েছিলেন। সে সময় একটি মারুতি গাড়ি এসে তার কাছে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে এক ব্যক্তির নামে মহিলাকে জিজ্ঞেস করে তিনি এখানে কি করছেন। কথা বলতে বলতেই ওই লোকটি তার গলার থেকে সোনার চেইন ছিনিয়ে নেয়। মহিলা চিৎকার করলে ছিনতাইকারী তার মাথায় আঘাত করে। মহিলার চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন রা বেরিয়ে আসার আগেই মারতে গিয়ে ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। নেতাজি পল্লী এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। খবর পাঠানো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিষপানে আত্মহত্যা নাবালিকা ছাত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। কলম চওড়া থানা এলাকার দক্ষিন কলম চওড়া এলাকায় বিষপানে আত্মহত্যা করেছে ১৪ বছরের এক নাবালিকা ছাত্রী। ছাত্রীটির নাম অঙ্কিতা নম।সংবাদ সূত্রে জানা যায় ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়ার জের ধরে ঘরে মজুত রাখা কীটনাশক পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ওই নাবালিকা।

পরিবারের লোকজনদের অলক্ষ্যে কীটনাশক খেয়ে ফেলায় সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে।আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বক্সনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।সেখান থেকে তাকে হাপানিয়া হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় গতকাল রাতে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে গতকাল রাতে জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবস রাজ্যেও পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। আজ জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবস। এই দিনটি শহীদ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। আজ সকালে রাজ্যপাল রমেশ বৈস সার্কিট হাউস সংলগ্ন গান্ধী মূর্তির পাদদেশে এবং গান্ধীঘাটে গান্ধী বেদীতে পুপার্ঘ অর্পন করে জাতির পিতাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমাও পুপার্ঘ অর্পন করে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল রমেশ বৈস সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় গান্ধীজির স্মৃতির প্রতির গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, গান্ধীজি সারা বিশ্বকে অহিংসার পথ দেখিয়েছিলেন। আমাদের দেশ বর্তমানে সেই পথই অনুসরণ করছে। রাজ্য প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকগণও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, প্রদেশ কংগ্রেসের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে দ্বিতীয় দফায় কোভিড টিকাকরণ শুরু ৬ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে রাজ্যে দ্বিতীয় দফায় কোভিড-১৯ প্রতিষেধক দেওয়ার কর্মসূচি। এই লক্ষে জোর তৎপরতা শুরু করা হয়েছে দপ্তরের তরফে। কোন রকম দ্বিধা এবং সংশয় ছাড়াই কোভিড-১৯ প্রতিষেধক টিকা নিতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই এই রোগ থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে।

আজ হাঁপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ এবং ড. বি আর আম্বেদকর হাসপাতালে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ডা. শৈলেশ কুমার যাদব। সভার শুরুতে জেলাশাসক কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা জানান, প্রথম পর্যায়ে সারা রাজ্যে ৫১, ৫৬৩ জনকে কোভিড প্রতিষেধক দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১৫,৩৬৪ জনকে কোভিড টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নগর এলাকায় ৪০ হাজার গৃহ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠার পর গত পৌনে ৩ বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যের অভুতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সরকারি কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারিদের কাজে সঠিক দিশা ও নিষ্ঠার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। আজ সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে রাজ্যে রূপায়িত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরে এ সংবাদ জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা

তিনি বলেন, নগর উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্যে রূপায়িত বিভিন্ন প্রকল্পগুলির কাজের সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, রাজ্যে এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় শহর ও নগর এলাকায় ৪০ হাজার গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এর মধ্যে বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গত পৌনে ৩ বছরে ৩৩ হাজার ৫২৩টি ঘর নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে ৮০ হাজার ৫৪৪টি ঘর নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (শহর) রূপায়ণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বা'ল এবং পার্বত্য রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্যে লাইট হাউজ প্রকল্পে ১ বছরের মধ্যে ১ হাজার আবাসন নির্মাণ করা হবে। এই প্রকল্পে ১৬০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। স্বচ্ছ ভারত মিশনে (আরবান) ১৯ হাজার ৫১১টি ইণ্ডিভিজিওয়্যাল হাউজহোল্ড লেট্রিন, ৩৪৯টি কমিউনিটি শৌচালয় এবং ২১৯টি পাবলিক শৌচালয় নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। রাজ্যে ২৯৮টি ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি বর্জ সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্যের ২০টি আরবান লোকাল বডিজকে প্রকাশ্য শৌচমুক্ত (ওডিএফ) ঘোষণা করা হয়েছে।

স্মার্ট সিটিতে ১৫৯ কোটি টাকায় ৩৫টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। ১ কোটি ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ১০ টি ওয়াটার এটিএম স্থাপন করা হয়েছে। ইন্টিগেটেড কমাণ্ড কন্ট্রোল সেন্টারের কাজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দমদমিয়ায় যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত চালক সহ তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। আগরতলা মোহনপুর সড়কের দমদমিয়া এলাকায় শনিবার সকালে পথ দুর্ঘটনায় তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় শনিবার সকালে আগরতলা থেকে একটি মারুতি ভ্যান গাড়ি মোহনপুরের দিকে যাচ্ছিল।পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় বাইকের চালক সুব্রত দেববর্মা বাইক আরোহী কমল দেববর্মা এবং মারুতি ভ্যানের চালক প্রসেনজিৎ রায় আহত হয়।দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনী এবং লেফুঙ্গা থানার পুলিশকে।দমকল বাহিনীর জওয়ানদের ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়।

লেফুঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করা হয়েছে।গাড়ি এবং একটি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতিদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে নতুন প্রজন্মের প্রতি আহ্বান উপমুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। রাজ্যের চিরাচরিত সংস্কৃতি-ভাষা-ইতিহাস রক্ষা করার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোনভাবেই এই বিষয়গুলির উপর যাতে কোন আঁচ না পড়ে তারজন্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। আজ জম্পইজলা মহকুমার অন্তর্গত গোলাঘাটি কৃষক সম্মান পার্কে বুড়িমা বা তুইমা উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন।

তিনি বলেন, রাজ্যে জনজাতিদের নিজস্ব যে সংস্কৃতি এবং ভাষা রয়েছে তা খুবই প্রাচীণ এবং সমৃদ্ধ। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যাতে বজায় থাকে সেজন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা নেবার জন্য তিনি নতুন প্রজন্মের যুবক-যুতীদের প্রতি আহ্বান জানান। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার এডিসি এলাকায় অবস্থিত ১২টি ব্লককে বিশেষ অ্যাসপিরেশনাল ব্লক হিসাবে ঘোষণা করে সেখানকার উন্নয়নের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। জনজাতি সম্পদায়ের লোকজন যাতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পিছিয়ে না পড়ে সেজন্য রাজ্য সরকার এই উদ্যোগ নিয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেববর্মা বলেন, রাজ্যের দুই তৃতীয়াংশ এলাকা নিয়ে এডিসি গঠিত হয়েছে এবং এই এলাকায় ১৯টি জনজাতি সম্পদায়ের মানুষ বসবাস করেন। জনজাতিদের উন্নয়নের বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রেখে রাজ্য সরকার এডিসিকে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল হিসেবে ঘোষণা করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। তিনি বলেন, এডিসিকে শুধু শক্তিশালী করাই নয় জনজাতিরা যাতে নানা উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে সামিল হয়ে নিজেদের অবস্থা আরও উন্নত করতে পারে সেজন্য রাজ্য সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি বলেন, লকডাউনের সময় সাধারণ মানুষ যাতে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হন সেজন্য বিভিন্ন পেশার মানুষকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার গঠনের তিন মাসের মধ্যে আগরতলা বিমানবন্দরের নাম মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের নামে রেখে জনজাতিদের দীর্ঘদিনের একটা দাবী পূরণ করা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুণমান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে ইঞ্জিনীয়ারদের মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তুলতে প্রকৌশলীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। প্রকৌশলীগণ একটা রাজ্যের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা নিয়ে থাকেন। আজ সন্ধ্যায় নজরুল কলাক্ষেত্রে স্টেট ইঞ্জিনীয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের দু'দিনব্যাপী ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই কথা বলেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রকৌশলীদের সততা ও নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করতে হবে। কেননা প্রকৌশলীদের ছাড়া আত্মনির্ভর ভারত ও আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে উঠতে পারেনা। প্রকৌশলীদের মেধা আছে। কৃষি, প্রাণী সম্পদ, সেচ, মৎস্যচাষ, পরিকাঠামো উন্নয়ন, ফল ও সব্জিচাষ, উচু ভবন নির্মাণ, বিদ্যৎ সম্পসারণের ক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের ভূমিকা রয়েছে। তাদের ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু বিগত সরকার তাদের সঠিকভাবে কাজে লাগায়নি। কাজের জন্যে আশানুরূপ পরিবেশ তৈরি করতে পারেনি। আজ কাজের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তাই প্রকৌশলীদের গুণমান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আত্মনির্ভর ভারত গড়ার ডাক দিয়েছেন। আত্মনির্ভর ভারত গড়তে হলে ক'ষি, উদ্যানচাষ, মৎস্যচাষ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, দালান নির্মাণ, ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকৌশলীদের ছাড়া সম্ভব নয়। সরকার প্রকৌশলীদের সহায়তায় শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, অটল জলধারা মিশনে আগামী ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

২০১৭ সাল পর্যন্ত রাজ্যে মাত্র ৩ শতাংশ বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ ছিল। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন রাজ্যে ২২ শতাংশ বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৯ সালে জল জীবন মিশন চালু করেছেন। তাছাড়া গড়ে তুলেছেন দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রক। এর আগে দেশের কোন প্রধানমন্ত্রী এ ধরণের উদ্যোগ নেননি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। ২০১৭ সালে রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রের বিকাশের হার ছিল ৫.৪ শতাংশ। এখন এই বিকাশের হার হয়েছে ১৩.৭৭ শতাংশ। রাজ্যে ৫০ হাজার হেক্টর জমি ভূট্টা চাষের আওতায় আনা হবে। এই উদ্যোগ কৃষকদের আয় বাড়াতে সাহায্য করবে। সরকার রাজ্যের সার্বিক বিকাশ ও জনজাতিদের আর্থ সামাজিক মান্নোনয়নে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। রাজ্যে পেপার ব্লক সড়ক নির্মাণ, সাবমে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা, লাইট হাউস কর্মসূচিতে আবাসন নির্মাণ, জি১৪ আবাসন নির্মাণ, নতুন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১১৩ ◘ ৩১ জানুয়ারি ২০২১ ইং ◘ ১৭ মাঘ ◘ রবিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

টানাটানি বন্ধ হওয়া উচিত

দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আপোষহীন সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবস পালন করা নিয়া এই বছর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে টানা হ্যাচরা করিয়াছে তাহা কোনভাবেই মানিয়া নেওয়া যায়না।রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য নেতাজিকে নিয়া এই ধরনের টানাটানি শুরু করিয়াছে। ইহা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না।স্থানকালপাত্র বিবেচনা একটি অত্যন্ত মৌলিক শিক্ষা। কিন্তু সম্ভবত মৌলিক বলিয়াই তাহা ইদানীং কালে অতি দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য এবং প্রত্যাশাতীত। বিশেষ করিয়া যাঁহারা রাজনীতির কারবারি, তাঁহাদের কাছে এমন বিবেচনা প্রত্যাশা তো আজকাল মূর্খামির পর্যায়ে পড়ে। সম্প্রতি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নেতাজির ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর সূচনাপর্বে বিজেপি নেতাদের রাম-ধ্বনি বলিয়া দিল, রাজনীতিতে প্রবেশের পূর্বে কেহ তাঁহাদের পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝিয়া কাজ করিবার প্রাথমিক পাঠটুকুও দেয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার আয়োজিত অনুষ্ঠানটিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার সময় যে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিত হইল, তাহা কি পরিকল্পিত, না কি প্রধানমন্ত্রীকে দেখিয়া তাঁহার দলীয় কর্মীদের উচ্ছ্বাসের নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ, সে বিষয়ে তর্ক চলিতে পারে। কিন্তু একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়: আজীবন যিনি সংহতির পক্ষে মত রাখিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে ঘৃণা করিয়াছেন, সেই দেশনায়কের স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানের স্বচ্ছ, সুন্দর পরিবেশটি এই স্লোগানে কলুষিত হইল। সুভাষচন্দ্রকে লইয়া বাঙালি মননের অতি সংবেদনশীল জায়গাটিতে এক জোরদার আঘাত আসিল।প্রশ্ন হইল, 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি তোলা কি 'অপরাধ'? গণতান্ত্রিক দেশে বিবিধ ধ্বনিই তোলা যায়, সেই স্বাধীনতা নাগরিকের অবশ্যই আছে। তবে কিনা, অপরাধ না হইলেও অনৈতিক বটেই। এবং এই অনৈতিকতা আসিতেছে স্থানকালপাত্র বিবেচনা হইতেই। 'জয় শ্রীরাম' একটি ধর্মীয় স্লোগান, কালক্রমে যাহা রাজনৈতিক স্লোগানে পরিণত হইয়াছে। একটি ধর্মনিরপেক্ষ আনুষ্ঠানিক আবহে ধর্মীয় কিংবা রাজনৈতিক কোনও স্লোগানই চলিতে পারে না। নেতাজি ভবনের প্রাতিষ্ঠানিক অনুষ্ঠানস্থলের বাহিরেও না। এইখানেই বিজেপির অসংযমের প্রকাশ।

নীরব রহিলেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবাদে বক্তৃতা দিলেন না, অথচ প্রধানমন্ত্রী ভাব করিলেন, যেন উহা কিছুই নহে! তাঁহার বক্তৃতায় তো নহেই, দেহভঙ্গিতেও সামান্যতম অসন্তোষের চিহ্ন ফুটিল না। অবশ্য ইহাই প্রত্যাশিত। রামমন্দিরের শিলান্যাস পর্বে তাঁহার আভূমি নত হইবার চিত্রটি বলিয়া দিয়াছিল, ধর্মনিরপেক্ষ দেশের শাসকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াও তিনি ধর্মীয় পরিচয় ছাড়িতে রাজি নহেন। নিজের দলগত ও ধর্মীয় পরিচয়টিকে পিছনে ফেলিয়া প্রশাসক হিসাবে একটি উচ্চস্তরে উঠিবার সুযোগ মোদী হাতছাড়া করিয়াছেন বহু বার। অথচ সে দিন এই স্লোগানে আপত্তি/প্রতিবাদ করিলে তাঁহারই নম্বর বাড়িত। প্রশাসক হিসাবে তো বটেই। নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শক হিসাবেও। এই ধরনের মানসিকতার ত্যাগ করিতে না পারিলে দেশের ধর্ম নিরপেক্ষতা নিয়া প্রশ্ন উঠিতে পারে। দেশের রাষ্ট্রনায়ক সহ রাজনৈতিক নেতাদের এইসব বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় দেশের সাধারণ জনগণ রাষ্ট্রশক্তির ভূমিকা নিয়া প্রশ্ন তুলিতে পারেন। সেই প্রশ্নের উত্তর দেবার কিন্তু কেউ থাকিবে না।

স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজির প্রকৃত মূল্যায়ন হওয়া উচিত

এইচ এন মহাতো

শুরু হতে চলেছে বঙ্গের ভোট রঙ্গ। সকল রাজনৈতিক দল ও নেতারা বিভিন্ন ভাবে বাঙালির মন জয় করতে বাঙালি প্রীতি ও ভালোবাসার পসরা নিয়ে মাঠে ময়দানে নেমে পড়েছে। ভোটকে কেন্দ্র করে প্রমাণ করতে চাইছে কে কতটা সাচ্চা বাঙালির বাচ্চা, তার বিচার আগামীতে বাঙালিদেরকেই করতে হবে। ভারতের স্বাধীনতার ৭৪ বছর পর বাঙালি বিদ্বেষী বিজেপি দলটির মনে হলো বাঙালি ভোটারদের মন জয় করতে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু সহ বাঙলার মনিষীদের তোয়াজ করা দরকার। নচেৎ বাঙালি ভোট ব্যাঙ্ক আমাদের বিপক্ষে যেতে পারে। বিজেপি'র ড্যামেজ কন্ট্রোল টিপস দেওয়া মাত্রই প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে চুনোপুটি নেতারা পর্যন্ত মাঠে ময়দানে নেতাজির স্তুতি গাইতে শুরু করে দিলেন। মাননীয় মোদিজি আরো একধাপ এগিয়ে নেতাজির জন্মদিন উৎযাপন কালে বাঙালির মন জয় করতে বাংলা ভাষায় (কিছু ক্ষেত্রে ভাষার বিকৃতি মনে হলো) বক্তব্য রাখলেন। বিজেরি সরকার কেন্দ্রে আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নেতাজি রহস্যের সকল ফাইল উন্মোচন করবেন। এখন বলছেন বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হবে, তাই সংশ্লিষ্ট ফাইল জনতার দরবারে আনা যাবে না। সেই চিরাচরিত অজুহাচ। আসল রহস্যটা কী? নেতাজির গোপন ফাইল প্রকাশ হলে তথাকথিত অনেক দেশপ্রেমিকের মুখোশ খুলে যাবে। যার মধ্যে বিশ্বের উচ্চতম গুজরাটি মূর্তিটিও আছে। অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বুসের মৃত্যু-তদন্তকে কেন্দ্র করে মুখার্জি কমিশন বসানো হয়েছিলো। মাননীয় বিচারক মুখার্জির সেই ফাইলও আজ পর্যন্ত জনাতর দরবারে আনা হয়নি। তাকে বস্তা চাপ দিয়ে রাখা হলো। মুখার্জি কমিশনের আগে দুটি নেতাজি সংক্রান্ত কমিশন নিয়োজিত করে ছিলো কংগ্রেস সরকার। এই দুই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল গান্ধী ও নেহরু তথা অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্বের নেতাজি বিরোধী কুটিল রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকে ধামাচাপা দেওয়া। তৎকালীন ভারতের নেতৃবর্গ ব্রিটিশের সঙ্গে স্বাধীনতার নামে লোক দেখানো আনোদান করেছিলো, তা ছিলো মুলতঃ ছেলে ভোলানো আন্দোলন। সেই সময় কংগ্রেস, কমিউনিনস্ট, ও আর এস এস -এর রাজনৈতিক দল জনসংঘ এবং বিজেপি'র সক্রিয় কর্মীরা বাঙালি বিপ্লবীদের ব্রিটিশের হাতে ধরিয়ে দিতো। এই দলগুলো কখনোই ভারতের অর্থনৈতিক গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা চায়নি। দুই শত বছরের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করতে করতে নেতৃত্ব দেখানো বেশি দিন আর বেঁচে থাকার সময় থাকবে না। তাই মৃত্যুর আগে ভারতের গদিতে না বসতে পারলে জীবনটাই বৃথা হয়ে যাবে। অথচ, ভারতের স্বাধীনতার মূলতঃ বাঙালিরা প্রত্যক্ষ ভাবে আন্দোলন করেছিলেন। আর তাতে পূর্ণমাত্রায় অনুপ্রেরণা ছিলো নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নিষ্ঠা, সাহসিকতা ও অদম্য মনোবল। ভারতের নেতৃত্ব যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করলো তারজন্য বাঙালিস্তান ও পাঞ্জাবের সাধাণর মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার করুণ দশা ওই সব নেতৃবর্গকে ভোগ করতে হয়নি। অথচ স্বাধীনতার প্রাক মুহূর্তে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় নেতৃত্বকে চিঠির মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছিলেন ব্রিটিশের সূর্য অস্তগামী, যেকোনো মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবীতে তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ধ্বংস হতে চলেছে। আমরা একটু অপেক্ষা করলে অর্থনৈতিক গণতান্ত্রে প্রতিষ্ঠা পাবো, তার সঙ্গে আমরা রাজনৈতিক গণতন্ত্রও অর্জন করবো।

আজ ভারত ব্রিটিশ সাম্রজ্যবাদের থেকে মুক্ত হলেও তাদের ঔরসজাত বেনিয়া বংশধর গুজরাটের বেনিয়াদের শোষণ, শাসন ও তৎসহ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের থেকেও আরো নিষ্ঠুর রূপ ধারন করেছে। ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজ দিশেহারা। সাধারণ মানুষের কাছে নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। মানুষ আজ নৈতিক ও মানবিক দিক থেকে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। ভারতীয়দের কাছে একটা নতুন প্রশ্ন, ব্রিটিশ বেনিয়াদের শোষণের থেকে ভয়ংকর স্বদেশী ওগুজরাটী বেনিয়াদের সাম্রাজ্যবাদী মনস্তাত্বিক চিন্তাধারা থেকে আমরা কি মুক্তি পাবো না?

মহান দার্শনিক ঋষি শ্রী প্রভাতরঞ্জন সরকার তার সময়োপযোগী প্রাউট দর্শনে বলেছেন রাজনৈতিক ধোঁকাবাজ নয়, চাই অর্থনৈতিক গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো। আসুন আমরা নেতাজির অমোঘ স্লোগানকে সামনে রেখে এগিয়ে চলি। রাজনৈতিক গণতন্ত্র নয় চাই অর্থনৈতিক গণতন্ত্র। নেতাজির স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদ নির্মূল করতে ও প্রাউটের আলোকে শোষণ মুক্ত মানব সমাজ গড়তে সকলের এগিয়ে আসার দরকার। তবেই নেতাজির জন্মদিন উপলক্ষ্যে নানা বহিঃমুখি অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করা থেকেও তাঁর আদর্শের মূল্যায়ন করা ও বাস্তাবায়ন করাই নেতাজিকে দেওয়া শ্রেষ্ঠ উপহার হবে।

নয়া জনসনের করোনা ভ্যাকসিন এক ডোজেই কাজ হবে, দাবি সংস্থার

লন্ডন, ৩০ জানুয়ারি (হি. স.) : দুই ডোজ নয়, এক ডোজের ভ্যাকসিন নিয়েই প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হওয়া যাবে। বিশ্বজুড়ে ট্রায়াল চালানোর পরে এমনই দাবি করেছে বিখ্যাত মার্কিন ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা জনসন অ্যান্ড জনসন। শুধু তাই নয়, ফাইজার, মডার্না কিংবা অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার উদ্ভাবিত করোনা ভ্যাকসিনের চেয়ে সংস্থার তৈরি ভ্যাকসিন দামে যেমন সস্তা তেমনই পরিবহনও অনেক সহজ। ভ্যাকসিন সংরক্ষণের জন্য কোল্ডচেইন বা অতিশীতল তাপমাত্রার প্রয়োজন পড়বে না। সাধারণ ফ্রিজেই মাসের পর মাস সংরক্ষণ করা যাবে ভ্যাকসিন।

যদিও মডার্না কিংবা ফাইজারের ভ্যাকসিনের তুলনায় জনসন অ্যান্ড জনসনের উদ্ভাবিত করোনা ভ্যাকসিন অনেকটাই কম কার্যকরী। শুক্রবার সে কথা স্বীকারও করে নিয়েছেন সংস্থার করোনা ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের কাজে জড়িত থাকা দলের প্রধান পল স্টফেলস। তিনি জানিয়েছেন, বিশ্বজুড়ে চালানো তৃতীয় দফার ট্রায়ালে তাদের করোনা ভ্যাকসিন ৬৬ শতাংশ কার্যকরী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তবে তাতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। দক্ষিণ আফ্রিকায় করোনার যে নতুন ধরন শনাক্ত হয়েছে, তার বিরুদ্ধেও যথেষ্ট কার্যকরী এক ডোজের ভ্যাকসিন।

প্রখ্যাত মার্কিন ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার পক্ষ থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'বিশ্বের আটটি দেশে ৪৪ হাজারেরও বেশি মানুষের ওপর তৃতীয় ধাপের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালানো হয়েছিল। তার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রায়ালে ভ্যাকসিন ৭২ শতাংশ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। লাতিন আমেরিকায় ৬৬ শতাংশ এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ৫৭ শতাংশ কার্যকারিতা দেখা গিয়েছে। ভ্যাকসিন প্রয়োগের ৪৯ দিন পর কারও শরীরে গুরুতর কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে যারা মারা গিয়েছেন, তারা সাধারণ প্ল্যাসেবো গ্রুপে ছিলেন। অর্থাৎ তাদের মৃত্যুর কারণ ভ্যাকসিন নয়।' জরুরি ব্যবহারের অনুমোদনের জন্য আগামী সপ্তাহেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের (এফডিএ) কাছে আবেদন করা হবে বলে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ফাইজার কিংবা মডার্নার চেয়ে কম কার্যকরী হলেও জনসনের ভ্যাকসিন নিয়ে আশাবাদী মার্কিন মুলুকের প্রধান সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ অ্যান্থনি ফউসি।

ক্যালিফোর্নিয়ায় গান্ধীমূর্তি ভাঙচুরে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আশ্বাস আমেরিকাব

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : ক্যালিফোর্নিয়ায় গান্ধীমূর্তি ভাঙচুরে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে আমেরিকা। গত বৃহস্পতিবার আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের ডেভিস শহরে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি ভাঙচুরের তীব্র নিন্দা জানাল ভারত। পাশাপাশি, বিষয়টি মার্কিন স্বরাষ্ট্র দফতরের গোচরে এনে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির জন্য আবেদন জানিয়েছে ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূতাবাস। আমেরিকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে শোক প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, এই পদক্ষেপ কোনও মতেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং দোষীদের বিরুদ্ধে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আইনি পদক্ষেপ করার আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

শনিবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'গত ২৮ জানুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়ার ডেভিস শহরের সেন্ট্রাল পার্কে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি ভাঙচুর করে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে ভারত। ২০১৬ সালে ওই মূর্তি ডেভিস শহরকে উপহার দিয়েছিল ভারত সরকার।'

কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'স্যান ফ্রান্সিসকোয় ভারতীয় কনস্যুলেট জেনারেল বিষয়টি পৃথক ভাবে ডেভিস প্রশাসন ও স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের সামনে তুলে ধরেছে এবং ঘটনার অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গান্ধীমূর্তি ভাঙচুরের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন ডেভিস শহরের মেয়র।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'স্থানীয় ভারতীয় সমাজ ও সংগঠনগুলিও গান্ধীমূর্তি ভাঙচুরের ঘটনার কড়া সমালোচনা করেছে।'

পথে এবার নামো সাথী..... পথেই হবে পথচেনা.....

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

কৃষক আন্দোলন দু'মাস পেরিয়ে গেল। বাজারের ওঠানামায় মধ্যবিত্ত অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। আলু বাট টাকা কেজি হলে হেঁশেলে আলু বন্ধ, পেঁয়াজের মূল্য শ ছাড়ালে অর্থমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে আমরা নিরামিষাশী। ফুলকপির পড়তি সিজনে যখন ফুলকপি খেতে গরুরও অরুচি সেই সময়েও কোলে মার্কেটে ফুলকপির পরিবর্তে ব্রকোলির ছড়াছড়ি। তবু আমরা বেশ ভালোই আছি। আমাদের চাল গমের যোগানে এখনও টান পড়েনি। রেশনের ডাবল স্টিমড চাল আর ফ্রিতে পাওয়া গম ভাঙানো আটায় আমরা বিন্দাস। তবুও কানে কানে কারা যেন হেঁকে যায় ফ্যান দে, এটুসখানি ফ্যান দে...। বিজন ভট্টাচার্য এর চলেছে? এ প্রশ্ন আজকাল অনেকেরই মনে। তবু মুখ ফুটে প্রশ্ন করার সাহস নেই। পাছে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ ঘাড়ে এসে পড়ে। তিন আগুন জলেছিল ২৬ নভেম্বর, সংবিধান সূচনার দিনে। আর দু'মাস পরে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে সেই বিদ্রোহের অবস্থান কোথায় সেটা কমবেশি আমরা সকলেই জানি। এমনকি এ বিদ্রোহের মধ্যে অন্য অনেক বিষয় এমনভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে যা কোনওভাবেই কাম্য ছিল না। দিল্লির সিংঘু সীমানায় থেকে মুখোশধারী এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে পাকড়াও করলেন আন্দোলনকারী কৃষকরা। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে। আন্দোলনকারী কৃষকদের দাবি, ধরা পড়া ওই ২৬ জানুয়ারি দিল্লিতে কৃষকদের র‍্যালি বানচাল করতে দুটি দলকে কাজে লাগানো হয়েছে। পাশাপাশি, চার কৃষক নেতাকে গুলি করার সুপারিও দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের সামনে ওই ব্যক্তি দাবি করেন, আমাদের দুটো অস্ত্র আছে কিনা তা খুঁজে বার করতে বলা হয়েছে আমাদের।'' তার আরও দাবি, ''২৬ জানুয়ারির দিন আমাদের একটি দল আন্দোলনকারী কৃষকদের ভিড়ে

মিশে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। যদি কৃষকরা প্যারেড করে এগিয়ে যান, তা হলে তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখোশধারী এই ব্যক্তির দাবিকে ঘির সিংঘু সীমানায় পরিস্থিতি বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে মাত্র কয়েক দিন আগেই। কৃষক সংগঠন এবং সরকারের মধ্যে টানাপড়েনের আবহে এমন একটা ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো করবে বলেহ মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। যদিও ধরা পড়া ব্যক্তিটি কে, আদৌ তিনি ঠিক বলছেন কি না তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওই ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে কৃষকরা। কৃষক নেতারা বলেন, আমাদের আন্দোলনকে কারা বানচাল করতে চায় তা তদন্ত করা প্রয়োজন। প্রত্যেকেই জানেন আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছি। ধৃত ব্যক্তি জানিয়েছেন, টাকার জন্য কাজ করেন। আমাদের জানাদরকার কারা এই ব্যক্তিদের অর্থ জোগাচ্ছে। কৃষি আইন নিয়ে সরকার এবং কৃষকদের মধ্যে দড়ি টানাটানি চলছেই। দফায় দফায় বৈঠক ও কোনও সমাধানসূত্র মেলেনি এখনও তার মধ্যে ২৬ জানুয়ারি দিল্লির বুকে কৃষকদের ট্র্যাক্টর র‍্যালি নিয়ে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এই ঘটনার সূত্রপাতের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা একটু পিছনে ফিরে দেখি কৃষক শব্দটির সূচনা কোথায়। কৃষক শব্দটিক সংজ্ঞা নানাবিধ। কৃষক হল চাষাবাদের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ সংজ্ঞা প্রকৃতপক্ষে অসম্পূর্ণ, কেননা এতে ভূমিহীন শ্রমিকদের বাদ দেওয়ার হয়। ভূমিহীন শ্রমিকরা সবসময়ই ভূস্বমী এবং শোষণের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে কৃষক হিসেবে চিহ্নিতকরেছে। এখানে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনও এক বা একাধিক শ্রেণি যখন নিজেদেরকে কৃষক বলে পরিগণিত করে এবং রাজনৈতিক কারণে এ কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিজেকে এক করে চিহ্নিত করে, তখন তাদেরকে কৃষক হিসেবেই পরিগণিত করা উচিত। তাদেরকে ধনী মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র এ তিন শ্রেণিবদ্ধ করা যায়। সাধারণভাবে জোতদার বা তালুকদার রায়ত এবং নিম্ন রায়ত যথাক্রমে উপরোক্ত তিন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। অতীতে ঔপনিবেশিক সরকার তাদের পরোক্ষ শাসনকার্য ও সাধঅরণ জনগণ থেকে তাদের দূরত্বের কারণে কৃষক সম্প্রদায়ের কাছে শোষণকারী হিসেবে পরিগণিত হয়নি। ফলে ঊনিশ শতকের শেষ অংশে ও বিশ শতকের প্রথমাংশে কৃষক রাজনীতির মূল লক্ষ্যই ছিল জমিদার-মহাজন-ভদ্রলোক-এ ত্রিমুখী ক্ষমতা ও আধিপত্য থেকে নিজেদের মুক্ত করা। তবে, ব্রিটিশ রাজের প্রথম প্রায় একশত বছর, ১৮৭০ সাল পর্যন্ত, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রভুরাই অধিকাংশ কৃষকের দৃষ্টিতে প্রধান শত্র হিসেবে চিহ্নিত ছিল। এর কারণ ছিল সরকারের জমিদারি ব্যবস্থার প্রসার ও নীল চাষের স্বার্থরক্ষাকারী কার্যকলাপ যা কিনা প্রত্যক্ষভাবে কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। এ সমস্যাটিকে অনুধাবন করার জন্য জানতে হবে যে, এসব কৃষক কি রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয়, অসচেতন বা উদাসীন ছিল কিনা। অথবা, কৃষক রাজনীতির গূঢার্থ সাময়িকভাবে যে সমস্ত কৃষক সম্প্রদায়ের স্ফুরণ ঘটত তার বাইরেও বিস্তৃত ছিল কিনা। কৃষকরা সাধারণভাবে অদৃষ্টবাদী এবং নেহাত প্রাণধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাতেই তাদের জীবনযাত্রা কেন্দ্রীভূত থাকে। এদের চাহিদা যেমন সীমিত, সমাজ থেকে এদের প্রত্যাশাও তেমনি নিতান্তই সামান্য। অ-কৃষক বহিরাগতদেরকে এরা সব সময়ই শোষণকারী হিসেবে ঘৃণা করে এবং সন্দেহের চোখে দেখে, অথচ সাহায্য এবং নেতৃত্বের জন্য আবার এসব বহিরাগতদেরই দ্বারস্থ হয়। এদের ধার্মিকতা, নিয়তির ওপর নির্ভরশীলতা এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস ও যাদুবিদ্যা ক্ষমতাহীন ও নির্ভরশীল সম্প্রদায়ের রাজনীতির ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

যদিও কৃষকরা সাধারণভাবে অদৃষ্টবাদী এবং রাজনৈতিকভাবে নিশ্চেষ্ট, তথাপি তারা গ্রাম্য নির্বোধ, নয়। তাদের ব্যবহার প্রায়শই যুক্তিপূর্ণ, এবং যেহেতু তারা সবসময় নিছক বেঁচে থাকাতে সন্তুষ্ট থাকে না তাই উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য যে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে বা বাজি ধরতে তারা প্রস্তুত থাকে। একই দৃশ্য দেখতে পাই আজকের কৃষক আন্দোলনেও। দেখতে পাই কেন্দ্রের নতুন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের জেলাগুলো থেকে ট্রক্টর, বাইক, গাড়ি নিয়ে দিল্লিমুখী কৃষকদের মধ্যেও। দলে সামিল সাধারণ মানুষও। ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ কৃষক জড়ো হয়েছেন শুধু একটাই আবেগকে সঙ্গী করে। সেই আবেগে ভর করেই আমাদের আবেদন-- পথে এবার নামো সাথী, পথেই হবে পথচেনা ...

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে মাহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ছবি-নিজস্ব।

বরুয়ালায় সিংলা নদীর বাঁধ নির্মাণকে ঘিরে আইনি গ্যাঁড়াকলে ফেঁসেছে করিমগঞ্জ জলসম্পদ দফতর

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : আদালতের নির্দেশ অমান্য করে ওয়ার্কঅর্ডার দিয়ে আইনি গ্যাঁড়াকলে ফেঁসে গেছে করিমগঞ্জ জলসম্পদ দফতর। অন্যদিকে নদীবাঁধের কাজ নিয়ে দুই ঠিকাদারের দড়ি টানাটানিতে মাঝপথে নির্মাণ কাজ স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। জেলা জলসম্পদ দফতরের চরম উদাসীনতা নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভ ধুমায়িত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনমনে। বর্ষা মরশুমের আগে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ না হলে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন ভুক্তভোগী জনগণ।

করিমগঞ্জ জল সম্পদ দফতরের আওতাধীন সিংলা নদীর বাঁধ নির্মাণকে ঘিরে দুই ঠিকাদারের মধ্যে শুরু হয়েছে দড়ি টানাটানি। দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বরুয়ালা গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর নয়াগ্রাম থেকে ছয় কিলোমিটার সিংলা নদীর স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের জন্য প্রায় সাড়ে নয় কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করেন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। সে অনুযায়ী বিভাগীয় নিয়মনীতি মেনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনলাইনে টেন্ডার জমা করেন ঠিকাদার জওহর পাল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনলাইনে আর কোনও ঠিকাদার টেন্ডার জমা না দেওয়ায়, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ঠিকাদার জওহর পালের নামেই বিভাগীয় তরফ থেকে ওয়ার্কঅর্ডার হওয়ার কথা। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, বিভাগীয় চিফ ইঞ্জিনিয়ার এতে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে কারসাজি করে হাইলাকান্দি জেলার জনৈক জয়শ্রী দেবকে সম্পূর্ণ অবৈধপন্থায় কাজের বরাত পাইয়ে দিয়েছেন। এতেই দেখা দেয় বিপত্তি।

এদিকে বিষয়টি জানতে পেরে ঠিকাদার জওহর পাল বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁর কথা কানে তুলতে রাজি হননি চিফ ইঞ্জিনিয়ার। শেষ পর্যন্ত ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য আইনের দ্বারস্থ হন জওহর পাল। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের এহেন কারসাজির অভিযোগ এনে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে গৌহাটি হাইকর্টে বিচারপ্রার্থী হন ঠিকাদার জওহর পাল। ঠিকাদার জওহর পালের অভিযোগের ভিত্তিতে উচ্চ আদালত গত বছরের ২৫ ডিসেম্বর সংশ্লিষ্ট কাজের উপর সাময়িক স্থগিতাদেশ জারি করে। এদিকে আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশের নির্দেশ পেয়েও করিমগঞ্জ জেলা জলসম্পদ দফতরের পক্ষ থেকে বাঁধ নির্মাণের কাজ বন্ধ করা হয়নি।

অবশেষে চলতি মাসের ২৩ তারিখ করিমগঞ্জ জলসম্পদ দফতরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে যাবতীয় ঘটনার কথা উল্লেখ করে একটি লিখিত অভিযোগ জানান ভুক্তভোগী ঠিকাদার জওহর পাল। কিন্তু এতসবের পরও বিভাগীয় তরফ থেকে আজ পর্যন্ত কোনও ধরনের ইতিবাচক পদক্ষেপ না নেওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন ঠিকাদার জওহর পাল।

অন্যদিকে স্থানীয়দের অভিযোগ, কাজের উপর উচ্চ আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ রহস্যজনকভাবে ঠিকাদার জয়শ্রী দেবকে কীভাবে কাজ করার অনুমতি প্রদান করেলেন? এ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন সিংলা নদীর তীরবর্তী সংশ্লিষ্ট বাঁধ এলাকার ভুক্তভোগী জনগণ। তাঁরা বলেন, নদীবাঁধের কাজ হোক, তা তাঁরা চাইছেন। কিন্তু নদীবাঁধ সংলগ্ন জমি মালিকদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে কোনও ধরনের সীমা নির্ধারণ ছাড়াই জেসিবি দিয়ে গাছপালা গুঁড়িয়ে দিচ্ছেন ঠিকাদার জয়শ্রী দেবের নিয়োজিত কর্মীরা। স্থানীয় ভুক্তভোগীরা এতে আপত্তি জানালে ঠিকাদার জয়শ্রী দেবের লোকেরা তাতে কোনও কর্ণপাত করেন না। তাতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন ভুক্তভোগী জনগণ।

তাঁদের অভিযোগ, কাজ শুরু করার পর থেকে বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনও একজন কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে পা মাড়াননি। তাই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ও ঠিকাদার জয়শ্রী দেবের এহেন কর্মকাণ্ড কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজনে আন্দোলনের পথে পা বাড়াবেন বলে হুমকি দিয়েছেন বরুয়ালা জিপির মানুষজন। তাঁরা গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সমনেই বর্ষা মরশুম। কিন্তু বাঁধ নির্মাণ কাজের ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি। কাজ নিয়ে দুই ঠিকাদারের লড়াইয়ে মাঝপথে নির্মাণ কাজ আটকে পড়েছে। তাই বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের কাজে হাত দেওয়ার দাবিতে সরব হয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ।

বরুয়ালায় সিংলা নদীর বাঁধ নির্মাণকে ঘিরে আইনি গ্যাঁড়াকলে ফেঁসেছে করিমগঞ্জ জলসম্পদ দফতর

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : আদালতের নির্দেশ অমান্য করে ওয়ার্কঅর্ডার দিয়ে আইনি গ্যাঁড়াকলে ফেঁসে গেছে করিমগঞ্জ জলসম্পদ দফতর। অন্যদিকে নদীবাঁধের কাজ নিয়ে দুই ঠিকাদারের দড়ি টানাটানিতে মাঝপথে নির্মাণ কাজ স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। জেলা জলসম্পদ দফতরের চরম উদাসীনতা নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভ ধুমায়িত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনমনে। বর্ষা মরশুমের আগে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ না হলে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন ভুক্তভোগী জনগণ।
করিমগঞ্জ জল সম্পদ দফতরের আওতাধীন সিংলা নদীর বাঁধ নির্মাণকে ঘিরে দুই ঠিকাদারের মধ্যে শুরু হয়েছে দড়ি টানাটানি। দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বরুয়ালা গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর নয়াগ্রাম থেকে ছয় কিলোমিটার সিংলা নদীর স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের জন্য প্রায় সাড়ে নয় কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করেন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। সে অনুযায়ী বিভাগীয় নিয়মনীতি মেনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনলাইনে টেন্ডার জমা করেন ঠিকাদার জওহর পাল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনলাইনে আর কোনও ঠিকাদার টেন্ডার জমা না দেওয়ায়, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ঠিকাদার জওহর পালের নামেই বিভাগীয় তরফ থেকে ওয়ার্কঅর্ডার হওয়ার কথা। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, বিভাগীয় চিফ ইঞ্জিনিয়ার এতে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে কারসাজি করে হাইলাকান্দি জেলার জনৈক জয়শ্রী দেবকে সম্পূর্ণ অবৈধপন্থায় কাজের বরাত পাইয়ে দিয়েছেন। এতেই দেখা দেয় বিপত্তি।এদিকে বিষয়টি জানতে পেরে ঠিকাদার জওহর পাল বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁর কথা কানে তুলতে রাজি হননি চিফ ইঞ্জিনিয়ার। শেষ পর্যন্ত ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য আইনের দ্বারস্থ হন জওহর পাল। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের এহেন কারসাজির অভিযোগ এনে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে গৌহাটি হাইকর্টে বিচারপ্রার্থী হন ঠিকাদার জওহর পাল। ঠিকাদার জওহর পালের অভিযোগের ভিত্তিতে উচ্চ আদালত গত বছরের ২৫ ডিসেম্বর সংশ্লিষ্ট কাজের উপর সাময়িক স্থগিতাদেশ জারি করে। এদিকে আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশের নির্দেশ পেয়েও করিমগঞ্জ জেলা জলসম্পদ দফতরের পক্ষ থেকে বাঁধ নির্মাণের কাজ বন্ধ করা হয়নি। অবশেষে চলতি মাসের ২৩ তারিখ করিমগঞ্জ জলসম্পদ দফতরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে যাবতীয় ঘটনার কথা উল্লেখ করে একটি লিখিত অভিযোগ জানান ভুক্তভোগী ঠিকাদার জওহর পাল। কিন্তু এতসবের পরও বিভাগীয় তরফ থেকে আজ পর্যন্ত কোনও ধরনের ইতিবাচক পদক্ষেপ না নেওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন ঠিকাদার জওহর পাল। অন্যদিকে স্থানীয়দের অভিযোগ, কাজের উপর উচ্চ আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ রহস্যজনকভাবে ঠিকাদার জয়শ্রী দেবকে কীভাবে কাজ করার অনুমতি প্রদান করেলেন? এ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন সিংলা নদীর তীরবর্তী সংশ্লিষ্ট বাঁধ এলাকার ভুক্তভোগী জনগণ। তাঁরা বলেন, নদীবাঁধের কাজ হোক, তা তাঁরা চাইছেন। কিন্তু নদীবাঁধ সংলগ্ন জমি মালিকদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে কোনও ধরনের সীমা নির্ধারণ ছাড়াই জেসিবি দিয়ে গাছপালা গুঁড়িয়ে দিচ্ছেন ঠিকাদার জয়শ্রী দেবের নিয়োজিত কর্মীরা। স্থানীয় ভুক্তভোগীরা এতে আপত্তি জানালে ঠিকাদার জয়শ্রী দেবের লোকেরা তাতে কোনও কর্ণপাত করেন না। তাতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন ভুক্তভোগী জনগণ। তাঁদের অভিযোগ, কাজ শুরু করার পর থেকে বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনও একজন কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে পা মাড়াননি। তাই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ও ঠিকাদার জয়শ্রী দেবের এহেন কর্মকাণ্ড কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজনে আন্দোলনের পথে পা বাড়াবেন বলে হুমকি দিয়েছেন বরুয়ালা জিপির মানুষজন। তাঁরা গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সমনেই বর্ষা মরশুম। কিন্তু বাঁধ নির্মাণ কাজের ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি। কাজ নিয়ে দুই ঠিকাদারের লড়াইয়ে মাঝপথে নির্মাণ কাজ আটকে পড়েছে। তাই বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের কাজে হাত দেওয়ার দাবিতে সরব হয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ।

দিল্লিতে ইস্রায়েলি দূতাবাসের সামনেবিস্ফোরণের দায় স্বীকার করল জঙ্গি সংগঠন জইশ-উল-হিন্দ

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : দিল্লিতে ইস্রায়েলি দূতাবাসের সামনের ফুটপাতে বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে জঙ্গি সংগঠন জইশ-উল-হিন্দ। তাদের টেলিগ্রাম চ্যাট তদন্তকারীদের হাতে এসেছে। সেখানেই এই হামলার দায় স্বীকার করেছে এই 'সন্ত্রাসবাদী' সংগঠন। ওই টেলিগ্রাম চ্যাটে জইশ-উল-হিন্দ সংগঠনের পরবর্তী পরিকল্পনার হদিশ মিলেছে বলেও খবর। তবে সেই চ্যাট এখনও খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা। তাই এ নিয়ে সরকারিভাবে তদন্তকারীদের তরফে এখনও কিছু জানানো হয়নি। গতকাল বিস্ফোরণের পর ম্যানুয়াল ট্রাকিংয়ে পাশাপাশি টেকনিক্যাল সার্ভেলেন্স শুরু করা হয়। বিশ্বজুড়ে জঙ্গিয়া যেসব চ্যানেলে কথা বলে সেইসব জায়গায় ঢোকার চেষ্টা করে দেশের একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা। দেখা যায় টেলিগ্রামে একটি চ্যানেল খোলা হয়। আজ সকাল ৬টা ০৪ মিনিটে ওই চ্যালেনে একটি পোস্ট করে জইশ উল হিন্দ। সেটি দুনিয়ার বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন শেয়ার করা হয়। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ওই অ্যাকাউন্টটি ডিলিটও করে দেওয়া হয়।

ওই টেলিগ্রাফ বার্তায় লেখা হয়েছে, দিল্লির বুকে একটি একটি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। আল্লাহর কৃপায় দিল্লির একটি হাই সিকিউরিটি জোনে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটাতে পেরেছে জইশের সেনারা। ভারতের বিরুদ্ধে এভাবেই একটি সিরিজ হামলার সূচনা করা হল। ভারতে যেভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যাচার করেছে এটা তার বদলা। অপেক্ষা করুন। আমরাও অপেক্ষা করছি।

সূত্রের দাবি, এই সংগঠনটি দেশের বিভিন্ন শহরে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ছক কষছে। এরপরই মুম্বই-সহ একাধিক শহরে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। এদিকে ঘটনাস্থল থেকে একটি মুখবন্ধ খামও উদ্ধার হয়েছিল। যেখানে ইস্রায়েলি দূতাবাসের সামনের বিস্ফোরণকে 'ট্রেলার' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্ফোরণের হুমকি দেয়া হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী সংস্থা।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর বিস্ফোরণস্থল থেকে আইইডি ও ব্যাটারি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। বিস্ফোরণের পরই ওই ব্যাটারি ভেঙে টুকরো হয়ে যায়। সেই ব্যাটারির টুকরো এখন খুঁজে দেখেছেন গোয়েন্দারা।

এদিকে, ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে বিস্ফোরণের পরই ঘটনাস্থলে ২ সন্দেহভাজনকে নামিয়ে দিতে দেখা যায় একটি গাড়িকে। তারা গাড়ি থেকে নেমে বিস্ফোরণস্থলের দিকে এগিয়ে যায়। ওই গাড়িটি ও তার চালককে চিহ্নিত করা গিয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গাড়ীর দুই আরোহীর স্কেচ আঁকা হচ্ছে।

করোনা মোকাবিলায় দেশের ধনীদের উপরে বাড়তি কর আরোপ আর্জেন্টিনা সরকারের

বুয়েনোস আইরেস, ৩০ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনা মোকাবিলায় দেশের ধনীদের উপরে বাড়তি কর আরোপ করল আর্জেন্টিনার সরকার। ধনীদের ওপর আরোপ করা নতুন এই করের নাম দেওয়া হয়েছে 'মিলিয়নিয়ার ট্যাক্স'। ধনীদের কাছ থেকে বাড়তি কর বাবদ আদায়কৃত অর্থ দিয়েই করোনাভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ত্রাণ সামগ্রী ক্রয় করতে হবে।

জানা গেছে, লাতিন আমেরিকার দেশটির যে সব অর্থশালীদের ২শ মিলিয়ন পেসো সমপরিমাণ সম্পত্তি রয়েছে তাদের উপরে এই নতুন কর আরোপ করা হয়েছে। তাঁদের দেশের মোট সম্পদের উপরে ৩ শতাংশ এবং দেশের বাইরের সম্পদের উপরে ৫ শতাংশ কর আরোপ করতে হবে। এক্ষেত্রে দেশটির করদাতাদের ০.৮ শতাংশ অর্থাৎ ১২ হাজারের মতো ব্যক্তি এর আওতায় পড়বেন।

রাস্তায় বসে গান্ধী স্মরণ ভিটেহারা আলাপিনীদের

শান্তিনিকেতন , ৩০ জানুয়ারি (হি. স.) : যে "নতুন বাড়ি" তে একদা শান্তিনিকেতনে এসে ছিলেন মহাত্মা। সেই বাড়ি থেকে আগেই উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদের। তবুও ঐতিহ্য অটুট রাখতে এবার রাস্তায় বসেই প্রয়ান দিবসে গান্ধী স্মরণে আলাপিনী মহিলা সমিতি।সমিতির আক্ষেপ যে বাড়িতে একদা মহাত্মা এলেন। সেই ঘরে বসে আমরা শহীদ দিবস পালন করতে পারল না।

"আশ্রম বিদ্যালয়ের সেবা ও মহিলাদের স্বরচিত রচনার মাধ্যমে সাহিত্য সভা যাদের মূল লক্ষ্য।"- সেই শতবর্ষ প্রাচীন শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠান আলাপিনী মহিলা সমিতির ভিটে মাটি উচ্ছেদ হয়েছে এক মাস আগেই। তবুও গান্ধী স্মরণ দিবস সমিতির কাছে একটি ঐতিহ্যবাহী দিন। তাই ভিটেহারা হলেও গান্ধী স্মরণে রাস্তা বসেছিল সমিতির মহিলা সদস্যরা। এদিন পাঠ ভবন ঢোকার মুখে বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাসের বাইরের রাস্তায় বসেই শুরু হয় গান্ধী স্মরণ। মহাত্মা ছবি কোলে বসিয়ে, কথায় রবীন্দ্রগানে চলে গান্ধী তর্পন। বিশ্বভারতীর পাঠ ভবনে গেটে ঢোকার মুখে ডান দিকে মাটির বাড়ি, খড়ের ছাউনি। এই বাড়ি টি নতুন বাড়ি নামে খ্যাত। যেখানে মাসে দু"বার করে সাহিত্য সভা আসর বসত আলাপিনী মহিলা সমিতির । ১৯১৬ সালে আলাপনি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আশ্রম বিদ্যালয়ের সময় থেকেই বিভিন্ন সেবা সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত এই সমিতি।

সমিতির দাবি মত, গান্ধী প্রথম বার শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯১৫ সালে। সেই সময় তিনি আশ্রম প্রাঙ্গনে নতুন বাড়ি তে আথিতেযতা গ্রহন করেন। তাই সেই অর্থে আলাপিনী মহিলা সমিতির অধিবেশন কক্ষ টি অবশ্যই মহাত্মা জীর স্মৃতি ধন্য বলে মত সমিতির সদস্য দের। তাই তারা গান্ধী প্রযান দিবসৈ প্রতিবছর সমরন অনুষ্ঠান করে থাকেন। কিন্তু এবারই তারা বিশ্বভারতী সৌজন্যে ভিটেহারা হয়েছেন।তবুও ঐতিহ্য মেনে রাস্তা বসে অনুষ্ঠান করলেন। সংগঠনের সম্পাদক জযতি ঘোষ বলেন, 'আমাদের ঐ ঘরে এসেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। যে কারনে ওই ঘর টি ঐতিহ্যের দাবিদার। ওই ঘরে বসেই আমরা প্রতিবার গান্ধী স্মরণ করি। এবার আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। তাই রাস্তায় বসে অনুষ্ঠান করলাম।

প্রসঙ্গত, গত ১০ ডিসেম্বর 'আলাপিনী মহিলা সমিতি'-কে ক্যাম্পাসের মধ্যে থাকা তাদের অধিবেশন কক্ষ 'নতুন বাড়ি' ছেড়ে দেওয়ার নোটিস দিয়েছেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সমিতির ১০৪ বছরের ঐতিহ্যকে সামনে রেখে উঠে না-যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সদস্যারা। ৩১ডিসেম্বরের মধ্যে অধিবেশন কক্ষ ছাড়ার নির্দেশ থাকলেও, ঘর না ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয় আলাপিনী।পরদিন ই বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে ওই ঘর টি সিল করে দেয় কতৃপক্ষ। গোটা ঘটনায় হস্তক্ষেপ চেয়ে ইতিমধ্যেই বিশ্বভারতীর আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছে সমিতি। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। বহুবার তৎবির করেও আলিপিনী আজও ভিটেহারা। এদিন গান্ধী স্মরণ অনুষ্ঠানে ও ঘর ফিরে পাওয়ার জন্য দাবি জানান সমিতির সদস্যরা।

আগামী সপ্তাহেই পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, জানালেন নিজেই

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : আগামী সপ্তাহেই পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার সেকথা নিজেই জানালেন অমিত শাহ। এদিন তিনি ঠাকুরনগরের মঞ্চ খুলতে মানা করে জানান, জানান আগামী সপ্তাহেই রাজ্যে আসতে চলেছেন তিনি। কবে আসছেন সেকথা জানাতে না পারলেও এদিন তিনি জানান, সভার ৪৮ ঘণ্টা আগে জানিয়ে দেবেন তিনি। অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে রবিবারের মধ্যে যে কোনও দিন ঠাকুরনগরে আসতে পারেন শাহ।

শনিবার ঠাকুরনগরে অমিত শাহের সভা হওয়ার কথা ছিল। তবে দিল্লি বিস্ফোরণের জেরে এযাত্রায় তাঁর সফর বাতিল হয়। যার জেরে দূরদূরান্ত থেকে আসা কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় বলে খবর। বিক্ষোভ প্রশমণে সেখানে হাজির হন কৈলাস বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায়রা। তাঁদের সঙ্গে শান্তনু ঠাকুরের বৈঠক চলাকালীনই ফোন করেন অমিত শাহ। এদিন মতুয়াদের বিক্ষোভ প্রশমণে তাঁর ফোন লাউডস্পিকারে দিতে বলেন শাহ। এর পর বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আগামী সপ্তাহেই ঠাকুরনগর যাব আমি। মঞ্চ খুলতে বারণ করেছি। আপনাদের বিব্রত হওয়ার কোনও কারণ নেই'। সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, সভার ৪৮ ঘণ্টা আগে জানিয়ে দেবেন তিনি। অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে রবিবারের মধ্যে যে কোনও দিন ঠাকুরনগরে আসতে পারেন শাহ।

সিএএ পাশ হলেও মতুয়ারা নাগরিকত্ব না পাওয়ায় সমাজের বিভিন্ন অংশে ক্ষোভ জমছিল। সেই ক্ষোভের কথা দলকে জানিয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ তথা মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুর। এর পর বোলপুরে শাহ জানান, টিকাদান শেষ হলেই নাগরিকত্ব নিয়ে পদক্ষেপ করবে কেন্দ্র। শান্তনু ঠাকুর জানান, একথা ঠাকুরনগরে এসে জানাতে হবে শাহকে। এর পরই ৩০ জানুয়ারি শাহের সভার পরিকল্পনা হয়।

তবে শুক্রবার সন্ধে নাগাদ দিল্লিতে ইস্রায়েলি দূতাবাসের সামনে বিস্ফোরণের পর গোটা দেশজুড়ে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। সেই কারণে বাতিল হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বঙ্গ সফর। ফলে শনিবার তাঁর যাবতীয় কর্মসূচি স্থগিত হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই ঠাকুরনগরে মতুয়াদের সভায় অমিত শাহর যোগদান।

তিনটি কৃষি আইন বাতিল সহ কৃষকদের শান্তিপ্রিয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধ করার দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি বাম সংগঠনের

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : তিনটি কৃষি আইন বাতিল সহ অবিলম্বে দেশের অন্নদাতা কৃষকদের শান্তিপ্রিয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধ করার দাবিতে করিমগঞ্জে আজ শনিবার ধরনা-অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে সারা ভারত কৃষক সভা, সিটু, স্টুডেন্ট ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া সহ বেশ কয়েকটি বামপন্থী সংগঠন।

অবস্থান কর্মসূচির মঞ্চ থেকে দেশের সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষ পরম্পরা রক্ষা করা এবং গণতন্ত্রের উপর ফ্যাসিবাদী আক্রমণ প্রতিহত করার দাবি তুলেছেন সিআইটিইউর জেলা সভাপতি পরিতোষ দাশগুপ্ত। কৃষক আন্দোলনের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাত তৈরি করে আন্দোলনকে বানচাল করার ঘৃণ্য চক্রান্ত ব্যর্থ করারও দাবি তুলেন শ্রমিক নেতা পরিতোষবাবু।

কেন্দ্রের স্বৈরাচারী' সরকার কর্তৃক গৃহীত 'সর্বনাশা' কৃষি আইন বাতিল সহ কৃষক আন্দোলন বানচালের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য পেশ করেন সিটু নেতা তরুণ গুহ, পার্থসারথি হাজরা, সারা ভারত কৃষক সভার জেলা সভাপতি সোনাচাঁদ সিনহা, সম্পাদক কালিকুমার দে, বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের জেলা সম্পাদিকা সংযুক্তা সিনহা, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সম্পাদিকা মীরা চক্রবর্তী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হরিকেশ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

দলীয় নির্বাচনি ইস্তাহার বন্ধ দরজার পিছনে তৈরি করবে না বিজেপি, জানান সাংসদ কামাখ্যা তাসা

হাফলং (অসম), ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে বিজেপি নির্বাচনি ইস্তাহার প্রস্তুতির কাজ শুরু করে দিয়েছে। তবে এই ইস্তাহার এবার বন্ধ দরজার পিছনে তৈরি করা হবে না। এবার বিজেপির ইস্তাহারে রাজ্যের জনগণের মতামত এবং সমস্যার কথাও প্রতিফলিত হবে। শনিবার হাফলঙে এই খবর শুনিয়েছেন বিজেপির ইস্তাহার কমিটির সম্পাদক তথা সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা।

শনিবার হাফলং এসে জেলার জনগণ ও বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর জাতীয় সংগঠন এবং বিজেপি দলের কার্যকর্তাদের মতামত গ্রহণ করেন সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা। হাফলং কৃষি বিভাগের অতিথিশালার সভাকক্ষে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপি দলের ইস্তাহার নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর জাতীয় সংগঠন ও বিজেপি দলের কার্যকর্তাদের মতামত গ্রহণ করেন তিনি। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে বিজেপি নির্বাচনী ইস্তাহারে ডিমা হাসাও জেলার জ্বলন্ত সমস্যাবলি এবং সংবিধানের ২৪৪ (ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে পৃথক স্বশাসিত রাজ্যের দাবি পানীয় জলের সমস্যা যাতে স্থান পায় এই পরামর্শ দেওয়া হয়।

আজকের বৈঠকে বিধায়ক বীরভদ্র হাগজার উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা কার্যনির্বাহী সদস্য ও বিজেপির কার্যকর্তারা নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। এদিন রাজ্য বিজেপির উপ-সভাপতি তথা ডিমা হাসাও জেলা বিজেপির প্রভারী রতন তেরন বলেন, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতো বন্ধ দরজার পিছনে বসে বিজেপি নির্বাচনি ইস্তাহার প্রস্তুত করবে না বিজেপি। দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জনগণের মধ্যে গিয়ে দল তাঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন সমস্যার কথা জেনে এবং জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে এবং জনগণের পরামর্শকে বিজেপির নির্বাচনি ইস্তাহারে সন্নিবিষ্ট করে ইস্তাহার প্রস্তুত করা হবে বলে জানান রতন তেরন।

মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান এবং অ্যান্টি লেপ্রোসি দিবস পালন শিলচরের গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রের

শিলচর (অসম), ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : মহাত্মা গান্ধীর ৭৩ তম তিরোধান দিবস এবং অ্যান্টি লেপ্রোসি দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে শিলচরের গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র। শনিবার সকাল নয়টায় পতাকা উত্তোলন করেন প্রতিষ্ঠানের উপ-সভাপতি শান্তনু দাস। তার পর মহাত্মা গান্ধীর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে উপস্থিত সবাই একে একে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন।

এ উপলক্ষ্যে গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষাগৃহে শান্তনু দাসের পৌরোহিত্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বধর্ম প্রার্থনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অংশ নেন সাধারণ সম্পাদিকা নীলিমা ভট্টাচার্য, সাংগঠনিক সম্পাদক অশোক কুমার দেব এবং সংগীত শিল্পী কল্যাণী দাম। আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন এবং প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন নীলিমা ভট্টাচার্য, অশোক কুমার দেব, ধৃতিমেধা দাস, উপালি পুরকায়স্থ, সুভাষ চৌহান, অতনু চৌধুরী, মৃন্ময় রায়, বাহার আহমেদ চৌধুরী, সঞ্চয়িতা দাম, কল্যাণী দাম প্রমুখ। আলোচনা সভায় মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত পথ অহিংসা পরম ধর্ম, বুনিয়াদী শিক্ষা, গ্রাম স্বরাজ, স্বচ্ছতা এবং সেবামূলক কাজের উপর বিশেষ ভাবে বক্তারা আলোকপাত করেন।

শনিবার আগরতলায় ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের এক র‍্যালীর আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

GEN- ELECTION TO MUNICIPALITIES,2021

Final Publication of the list of Polling Stations Name of Municipality: Teliamura

NOTICE

In pursuance of the provision of Rule 7 of the Tripura municipalities (Registration of Electors) Rules, 1995. I, the District Municipal Election Officer (DM & Collector) hereby provide for the constituencies (Wards) of Teliamura Municipal Council, with the previous app-oval of the State Election Commissioner, Tripura, the Polling Stations specified in the appended list for the polling areas noted against each for election of member of Teliamura Municipal Council.

Date: 30/01/2021
Time: 11.00 A.M.

District Municipal Election Officer
(DM & Collector) Khowai District, Khowai

খোয়াই জেলার অন্তর্গত তেলিয়ামুড়া পৌরসভার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর তালিকা, (সাধারণ-নির্বাচন -২০২১)

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর :-০১ (এক)

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর অবস্থান	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর নাম	ভোট স্থানের এলাকা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর আয়তন	একজন ভোটারকে ভোট কেন্দ্র পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাটতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা ? যদি না থাকে কারণ।	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর শ্রেণীবিন্যাস (পুরুষ / মহিলা / উভয়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
1/1	করইলং, তেলিয়ামুড়া -799205	তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় (Main)	1.করইলং (উত্তরাংশ) 2.করইলং (দক্ষিনাংশ)	24 বর্গ মিটার	2 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	এই পোলিং স্টেশনে ১০০০ এরও বেশি ভোটার
1/1(ক)	করইলং, তেলিয়ামুড়া -799205	তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় (Auxiliary)	3.করইলং (অংশ) 4.করইলং (অংশ-1)	24 বর্গ মিটার	2 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	Auxiliary

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর :-০২ (দুই)

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর অবস্থান	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর নাম	ভোট স্থানের এলাকা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর আয়তন	একজন ভোটারকে ভোট কেন্দ্র পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাটতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা ? যদি না থাকে কারণ।	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর শ্রেণীবিন্যাস (পুরুষ / মহিলা / উভয়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
2/1	করইলং, তেলিয়ামুড়া-799205	তেলিয়ামুড়া ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর বিদ্যালয় (Main)	1) পূর্বদক্ষিণ করইলং (ক) 2) পূর্বদক্ষিণ করইলং (খ) 3) দক্ষিণ করইলং	২৪ বর্গ মিটার	1.5 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	এই পোলিং স্টেশনে ১০০০ এরও বেশি ভোটার
2/1 (ক)	করইলং, তেলিয়ামুড়া-799205	তেলিয়ামুড়া ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর বিদ্যালয় (Auxiliary)	4) করইলং উত্তর পাড়া 5) করইলং দক্ষিণ পাড়া	২৪ বর্গ মিটার	1.5 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	Auxiliary

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর :-০৩ (তিন)

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর অবস্থান	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর নাম	ভোট স্থানের এলাকা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর আয়তন	একজন ভোটারকে ভোট কেন্দ্র পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাটতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা ? যদি না থাকে কারণ।	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর শ্রেণীবিন্যাস (পুরুষ / মহিলা / উভয়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
3/1	জয়র কলোনী তেলিয়ামুড়া-799205	বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়, তেলিয়ামুড়া	1) ধর্মনগর (শিববাড়ি) 2) দশমীঘাট 3) সুকান্তপল্লী 4) ধর্মনগর (ক)	20 বর্গ মিটার	2. কি.মি.	হা, আছে	উভয়	

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:-০৪ (চার)

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর অবস্থান	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর নাম	ভোট স্থানের এলাকা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর আয়তন	একজন ভোটারকে ভোট কেন্দ্র পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাটতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা ? যদি না থাকে কারণ।	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর শ্রেণীবিন্যাস (পুরুষ / মহিলা / উভয়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
4/1	শান্তিনগর দশমীঘাট, তেলিয়ামুড়া-799205	শিশু মালক নার্সারি বিদ্যালয় (Main)	1) দশমীঘাট 2) সুকান্তপল্লী	20 বর্গ মিটার	2 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	এই পোলিং স্টেশনে ১০০০ এরও বেশি ভোটার
4/1 (ক)	শান্তিনগর দশমীঘাট, তেলিয়ামুড়া-799205	শিশু মালক নার্সারি বিদ্যালয় (Auxiliary)	3) রাজনগর 4) শান্তিনগর (পশ্চিমাংশ)	20 বর্গ মিটার	2 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	Auxiliary

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:-০৫ (পাচ)

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর অবস্থান	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর নাম	ভোট স্থানের এলাকা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর আয়তন	একজন ভোটারকে ভোট কেন্দ্র পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাটতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা ? যদি না থাকে কারণ।	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর শ্রেণীবিন্যাস (পুরুষ / মহিলা / উভয়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
5/1	দশমীঘাট, কৃষ্ণপুর, নেতাজীনগর, তেলিয়ামুড়া-799205	জওহরলাল নেহেরু বিদ্যাপীঠ উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় (পশ্চিমাংশ)	1) দশমীঘাট 2) সুকান্তপল্লী 3) রাজনগর 4) ধর্মনগর (ক)	20 বর্গ মিটার	2 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর অবস্থান	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর নাম	ভোট স্থানের এলাকা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর আয়তন	একজন ভোটারকে ভোট কেন্দ্র পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাটতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা ? যদি না থাকে কারণ।	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর শ্রেণীবিন্যাস (পুরুষ / মহিলা / উভয়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
5/2	দশমীঘাট, কৃষ্ণপুর, নেতাজীনগর, তেলিয়ামুড়া-799205	জওহরলাল নেহেরু বিদ্যাপীঠ উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় (পূর্বাংশ)	1) সুকান্তপল্লী 2) ধর্মনগর (ক) 3) রাজনগর (অংশ) 4) ধর্মনগর (খ)	20 বর্গ মিটার	2 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:-০৬ (ছয়)

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর অবস্থান	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর নাম	ভোট স্থানের এলাকা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর আয়তন	একজন ভোটারকে ভোট কেন্দ্র পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাটতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা ? যদি না থাকে কারণ।	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর শ্রেণীবিন্যাস (পুরুষ / মহিলা / উভয়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
6/1	শান্তিনগর তেলিয়ামুড়া -799205	সারদাময়ী বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয় (পূর্বাংশ) (Main)	1) শান্তিনগর (পশ্চিমাংশ)	20 বর্গ মিটার	1.5 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	এই পোলিং স্টেশনে ১০০০ এরও বেশি ভোটার
6/1 (ক)	শান্তিনগর তেলিয়ামুড়া -799205	সারদাময়ী বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয় (পূর্বাংশ) (Auxiliary)	2) শান্তিনগর (পূর্বাংশ) 3) শান্তিনগর (পশ্চিমাংশ)	20 বর্গ মিটার	1.5 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	Auxiliary

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:-০৭ (সাত)

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর অবস্থান	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর নাম	ভোট স্থানের এলাকা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর আয়তন	একজন ভোটারকে ভোট কেন্দ্র পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাটতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা ? যদি না থাকে কারণ।	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর শ্রেণীবিন্যাস (পুরুষ / মহিলা / উভয়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
7/1	শান্তিনগর তেলিয়ামুড়া -799205	সারদাময়ী বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয় (পশ্চিমাংশ)	1) শান্তিনগর (পশ্চিমাংশ) 2) শান্তিনগর (পূর্বাংশ) 3) শান্তিনগর (পশ্চিমাংশ)	20. বর্গ মিটার	1.5 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:-০৮ (আট)

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর অবস্থান	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর নাম	ভোট স্থানের এলাকা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর আয়তন	একজন ভোটারকে ভোট কেন্দ্র পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাটতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা ? যদি না থাকে কারণ।	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর শ্রেণীবিন্যাস (পুরুষ / মহিলা / উভয়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
8/1	নেতাজীনগর তেলিয়ামুড়া -799205	নেতাজীনগর উচ্চ বিদ্যালয় (দক্ষিনাংশ)	1)নেতাজীনগর (পূর্বাংশ)	22 বর্গ মিটার	1.5 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:-০৯ (আট)

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর অবস্থান	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর নাম	ভোট স্থানের এলাকা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর আয়তন	একজন ভোটারকে ভোট কেন্দ্র পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাটতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা ? যদি না থাকে কারণ।	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর শ্রেণীবিন্যাস (পুরুষ / মহিলা / উভয়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
8/2	নেতাজীনগর তেলিয়ামুড়া-799205	মাস্টার পাড়া অঙ্গনওড়ারী কেন্দ্র	1)নেতাজীনগর (পশ্চিমাংশ)	22 বর্গ মিটার	2 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:-০৯ (নয়)

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর অবস্থান	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর নাম	ভোট স্থানের এলাকা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর আয়তন	একজন ভোটারকে ভোট কেন্দ্র পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাটতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা ? যদি না থাকে কারণ।	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর শ্রেণীবিন্যাস (পুরুষ / মহিলা / উভয়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
9/1	নেতাজীনগর তেলিয়ামুড়া -799205	নেতাজীনগর উচ্চ বিদ্যালয় (উত্তরাংশ)	1)নেতাজীনগর (অংশ)	22 বর্গ মিটার	1.5 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:-০৯ (নয়)

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর অবস্থান	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর নাম	ভোট স্থানের এলাকা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর আয়তন	একজন ভোটারকে ভোট কেন্দ্র পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাটতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা ? যদি না থাকে কারণ।	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর শ্রেণীবিন্যাস (পুরুষ / মহিলা / উভয়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
9/2	নেতাজীনগর, তেলিয়ামুড়া-799205	হরিজন কলোনী অঙ্গনওড়ারী কেন্দ্র	1)নেতাজীনগর (অংশ)	22 বর্গ মিটার	1.5 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:-১০ (দশ)

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর অবস্থান	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর নাম	ভোট স্থানের এলাকা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর আয়তন	একজন ভোটারকে ভোট কেন্দ্র পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাটতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা ? যদি না থাকে কারণ।	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর শ্রেণীবিন্যাস (পুরুষ / মহিলা / উভয়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
10/1	তেলিয়ামুড়া বাজার, (গৌরাঙ্গটিলা, তেলিয়ামুড়া - 799205	কবিনজরুল বিদ্যাভবন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় (দক্ষিনাংশ)	1)গৌরাঙ্গটিলা (অংশ) 2)তেলিয়ামুড়া বাজার 3) জয়নগর 4) জয়নগর কালীটিলা	24 বর্গ মিটার	1.5 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:-১১ (এগার)

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর অবস্থান	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর নাম	ভোট স্থানের এলাকা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর আয়তন	একজন ভোটারকে ভোট কেন্দ্র পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাটতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা ? যদি না থাকে কারণ।	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর শ্রেণীবিন্যাস (পুরুষ / মহিলা / উভয়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
11/1	জয়নগর, তেলিয়ামুড়া -799205	ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিস, তেলিয়ামুড়া	1) জয়নগর, 2) জয়নগর কালীটিলা	20 বর্গ মিটার	1.5 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:-১২ (বার)

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর অবস্থান	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর নাম	ভোট স্থানের এলাকা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর আয়তন	একজন ভোটারকে ভোট কেন্দ্র পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাটতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা ? যদি না থাকে কারণ।	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর শ্রেণীবিন্যাস (পুরুষ / মহিলা / উভয়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
12/1	তেলিয়ামুড়া বাজার, তেলিয়ামুড়া-799205	কবিনজরুল বিদ্যাভবন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় (পশ্চিমাংশ) (Main)	1)গৌরাঙ্গটিলা	25 বর্গ মিটার	1.5 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	এই পোলিং স্টেশনে ১০০০ এরও বেশি ভোটার
12/1 (ক)	তেলিয়ামুড়া বাজার, তেলিয়ামুড়া-799205	কবিনজরুল বিদ্যাভবন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় (পশ্চিমাংশ) (Auxiliary)	2)গৌরাঙ্গটিলা (অংশ) 3) ধর্মনগর (খ)	25 বর্গ মিটার	1.5 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	Auxiliary

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:-১৩ (তের)

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর অবস্থান	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর নাম	ভোট স্থানের এলাকা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর আয়তন	একজন ভোটারকে ভোট কেন্দ্র পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাটতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা ? যদি না থাকে কারণ।	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর শ্রেণীবিন্যাস (পুরুষ / মহিলা / উভয়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
13/1	কালীটিলা তেলিয়ামুড়া-799205	বিবেকানন্দ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় (পূর্বাংশ)	1)গোলাটিলা 2)গামাইবাড়ী 3)কালীটিলা (অংশ) 4)কালীটিলা (অংশ)	25 বর্গ মিটার	1.5 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:-১৪ (চৌদ)

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর অবস্থান	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর নাম	ভোট স্থানের এলাকা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর আয়তন	একজন ভোটারকে ভোট কেন্দ্র পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাটতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা ? যদি না থাকে কারণ।	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর শ্রেণীবিন্যাস (পুরুষ / মহিলা / উভয়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
14/1	কালীটিলা তেলিয়ামুড়া - 799205	বিবেকানন্দ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় (পশ্চিমাংশ)	1)গামাইবাড়ী 2)কালীটিলা (অংশ) 3)কালীটিলা (অংশ)	24 বর্গ মিটার	1.5 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:-১৫ (পণের)

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর অবস্থান	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর নাম	ভোট স্থানের এলাকা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর আয়তন	একজন ভোটারকে ভোট কেন্দ্র পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাটতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা ? যদি না থাকে কারণ।	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর শ্রেণীবিন্যাস (পুরুষ / মহিলা / উভয়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
15/1	গামাইবাড়ী তেলিয়ামুড়া-799205	মাস্টারদা সূর্য সেন জে.বি স্কুল (উত্তরাংশ)	1) জয়নগর কালীটিলা 2) জয়নগর(অংশ) 3) কালীটিলা (অংশ)	20 বর্গ মিটার	1.5 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	

নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর:-১৫ (পণের)

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর অবস্থান	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর নাম	ভোট স্থানের এলাকা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর আয়তন	একজন ভোটারকে ভোট কেন্দ্র পৌঁছতে সর্বাধিক কত দূরত্ব হাটতে হবে	পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথ আছে কিনা ? যদি না থাকে কারণ।	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রর শ্রেণীবিন্যাস (পুরুষ / মহিলা / উভয়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
15/2	গামাইবাড়ী তেলিয়ামুড়া-799205	মাস্টারদা সূর্য সেন জে.বি স্কুল (দক্ষিনাংশ)	1) মুসলিম পাড়া 2) গামাইবাড়ী শিবির,	20 বর্গ মিটার	1.5 কি.মি.	হা, আছে	উভয়	

তারিখ:- ৩০/০১/২০২১
স্থান:- খোয়াই

ভিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপাল ইলেকশন অফিসার
(ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এন্ড কালেক্টর)
খোয়াই জেলা: ত্রিপুরা

ICA/D-1383/2020-21

শনিবার ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে আগরতলায় র‍্যালী আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

কাঁকসায় জাতীয় সড়কে আন্তঃরাজ্য পাখি পাচারচক্রের মুলপান্ডাসহ ধৃত ৪

দুর্গাপুর, ৩০ জানুয়ারি (হি. স.) : মুখ বেঁধে যাত্রীবাহী বাসের ডিকিতে টিয়া পাখি পাচার। শনিবার গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ২ নং জাতীয় সড়কের কাঁকসার বাঁশকোপা টোলপ্লাজা এলাকা থেকে পাখি পাচারের দুই মুল পান্ডা সহ চারজনকে গ্রেফতার করল। উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৬০০ টিয়া পাখি। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

ঘটনায় জানা গেছে, এদিন সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কাঁকসার বাঁশকোপা টোল প্লাজার সামনে হানা দেয় বন দফতরের আধিকারিকরা। নেতৃত্বে ছিলেন, দক্ষিন পূর্ব চক্রের মুখ্য বনপাল কল্যাণ দাস। বিহার-কলকাতা রুটের একটি লাক্সারি বাসকে বাঁশকোপা টোল প্লাজার কাছে আটক করে। তারপর বাসের লাগেজ বাংকার থেকে বিরল প্রজাতির টিয়া পাখিগুলিকে উদ্ধার করা হয়। খাঁচার সঙ্গে কাগজের বাক্স করা ছিল। পাখি আওয়াজ যাতে না করে তারজন্য কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা ছিল। ঘটনাস্থল থেকে মহম্মদ গুড্ডু ও পিন্টু নামে দুই পাচারকারী গ্রেফতার করে। গ্রেফতার করে বাসের চালক ও সহ চালককে। আটক করা হয় বাসটিকে। দক্ষিন পূর্ব চক্রের মুখ্য বনপাল কল্যাণ দাস জানিয়েছেন,' শুধু আন্তঃরাজ্য নয়, টিয়াপাখি গুলি বাংলাদেশেও চলে যেত অপরাধীদের হাত ধরে। যাতে কেউ বুঝতে না পারে তার জন্য টিয়া পাখিগুলির মুখে কাপড় বেঁধে পাচার করা হচ্ছিল। ওই দুই দুষ্কৃতীকে জেরা করে গোটা অপরাধচক্রটিকে ধরার চেষ্টা চলছে।' ধৃতদের এদিন আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে দেন।

খুনের অভিযোগে তিন জনের পাঁচ বছর ও এক জনের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড রামপুরহাট আদালতে

বীরভূম, ৩০ জানুয়ারি (হি. স.) : মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে গ্রাম্য বিবাদের জেরে এক ব্যক্তির খুনের ঘটনায় তিন জনের পাঁচ বছর ও এক জনের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের ঘোষণা করলো বীরভূমের রামপুরহাট অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালত।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, বীরভূমের নলহাটি থানার বাঁধখালা গ্রামে ১৯৯১ সালে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে গ্রাম্য বিবাদ বাঁধে মৃত আতাউল রহমান ও অভিযুক্ত ১৩ জনের মধ্যে। বচসা ও মারামারির জেরে ঘটনাস্থলে গুরুতর আহত হন আতাউল রহমান। তাঁকে রামপুরহাট হাসপাতাল থেকে কলকাতার এন আর এস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চারদিন পর তিনি মারা যান। তারপর পরিবারের তরফে ১৩ জনের নামে নলহাটি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। মামলা চলাকালীন ১৩ জনের মধ্যে ৩ জনের মৃত্যু হয়। বাকি ১০ জনের মধ্যে ৬ জন প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস পান। শনিবার ৪ জনের সাজা ঘোষণা হয়। তারা হলেন জাকির হোসেন, ডালিম সেখ, মণিরুদ্দিন সেখ ও আকবর আলি। তাদের তিন জনের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০ হাজার টাকা জরিমানা। অনাদায়ে আরও ৬ মাস কারাদণ্ডের সাজা শোনান বিচারক। এদের মধ্যে শারীরিক অসুস্থতার কারনে আকবর আলির সাজা কমিয়ে ৩ বছর করেছেন আদালতের বিচারক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য। পাশাপাশি ৩০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাবাসের সাজা ঘোষণা করেন বিচারক বলে জানান সরকারি আইনজীবী দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

গান্ধী পূণ্যাহ দিবসে সংবিধান প্রদত্ত ধর্ম নিরপেক্ষতার শপথ বাম কংগ্রেস জোটের

বীরভূম, ৩০ জানুয়ারি (হি. স.) : গান্ধী পূণ্যাহ দিবসে সংবিধান প্রদত্ত ধর্ম নিরপেক্ষতার শপথ গ্রহণ করলো বাম কংগ্রেস জোট। শনিবার বীরভূমের রামপুরহাট পাঁচ মাথা মোড়ে মানব শৃঙ্খল করে ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সম্প্রীতির মূর্ত প্রতীক জাতির জনক মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধীর হত্যার দিন প্রত্যেকে ডান হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে শপথ নেন যে কোন মূল্যে সংবিধান প্রদত্ত ধর্ম নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে হবে। সম্প্রীতি বজায় রাখতে একজোটে লড়াই করতে হবে।

পাশাপাশি, গান্ধী পূণ্যাহ দিবস পালন হলো লাভপুর, রামপুরহাট সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। জানা গেছে, লাভপুরের মিরাটি গ্রামে দেশের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বাবা তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী কামদা কিঙ্কর মুখোপাধ্যায় গান্ধীজীর চিতা ভস্ম কুঁয়ে নদীতে বিসর্জন দেন। সেই উপলক্ষ্যে প্রতিবছর গান্ধীজীর তিরোধান দিবসে গান্ধী মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। এবার উপস্থিত ছিলেন প্রণব পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়।

কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এলিট ও কর্পোরেট সদস্য করবে শিলচর প্রেস ক্লাব

শিলচর (অসম), ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : শিলচর প্রেস ক্লাবের এলিট ও কর্পোরেট সদস্য হিসেবে সমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা ১ ফেব্রুয়ারি সোমবার থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি রবিবার বেলা বারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত প্রেস ক্লাব থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

এলিট ও কর্পোরেট সদস্য হওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানতে শিলচর প্রেস ক্লাবের সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ নাথ (৯৪৩৫৫ ৪১৬২৬), সাধারণ সম্পাদক শংকর দে (৯০৮৫৭ ০৩৭৯০)-র সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা যাবে বলে জানানো হয়েছে।

দুর্গাপুরে বন্ধ ঘরে রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার দুইবোনের, অসুস্থ মা

দুর্গাপুর, ৩০ জানুয়ারি (হি. স.) : বন্ধ ঘরে রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার দুই বোনের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার তাদের মা। শনিবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর ২০ নম্বর ওয়ার্ডের ভিড়িঙ্গী চাষীপাড়া এলাকায়। দুই বোনের রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয় শুক্রবার রাতে। শনিবার ঘর থেকে অসুস্থ অবস্থায় তাঁদের মা সুমিত্রা বাউড়ি''কে উদ্ধার করে এলাকাবাসী।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম পূজা বাউড়ি (২০) ও অপর একজন শ্রাবণী বাউড়ি (১৫)। তাদের মা সুমিত্রাদেবী''কে উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুমিত্রাদেবী তাঁর দুই মেয়ে''কে নিয়ে ওই এলাকায় প্রায় ৩০ বছর ধরে বসবাস করছেন। তাঁর স্বামী সদানন্দ বাউড়ি''র বছর দশেক আগে লরি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। সুমিত্রাদেবী ও তাঁর মেয়ে দিনমজুরের কাজ করতেন। ডিএসপি''র জমিতে ত্রিপল খাটিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করতেন। বড় মেয়ে পূজা নবম শ্রেনী পর্যন্ত পড়াশোনা করে ছেড়ে দেয়। ছোটো মেয়ে শ্রাবণী নবম শ্রেণীর ছাত্রী। হত দরিদ্র ওই পরিবার''টিকে এলাকাবাসী চাঁদা তুলে প্রায় দু''মাস আগে একটি টিনের ছাউনি দেওয়া কংক্রিটের ঘর তৈরী করে দেন। নতুন ঘরে সুন্দর জীবনযাপন করছিলেন তাঁরা। এদিন তাঁরা কাজে না যাওয়াই সহকর্মী কয়েকজন বাড়িতে খোঁজ করতে বাড়িতে আসেন। দুপুর নাগাদ বাড়িতে এসে তাঁরা দেখেন দুই বোন বিছানায় অচৈতন্য অবস্থায় রয়েছেন এবং সুমিত্রাদেবী মেঝেতে অসুস্থ অবস্থায় বমি করছেন। তড়িঘড়ি এলাকাবাসী ও পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক দুই বোন''কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এলাকাবাসী সমীর সরকার, ববিতা বাউরি প্রমুখ বলেন, 'সুমিত্রাদেবীর বাঁকুড়ার বাসিন্দা। তাঁর স্বামী''র মৃত্যু''র পর থেকে খুব কষ্ট করে জীবনযাপন করে দুই মেয়ে''কে বড় করেছেন। পরিবারে কোনও অশান্তি ছিল না। বিষ খেয়ে তাঁদের আত্মহত্যা করার মত মানসিকতাও ছিল না। আমাদের অনুমান,খাবার থেকে কোনও কারণে বিষক্রিয়া হয়েছে।' সুমিত্রাদেবী বলেন,' রাতে ভাত, ডাল আর আলুসিদ্ধ খেয়েছিলাম আমরা। কিন্তু কি থেকে কিভাবে এই ঘটনা ঘটেছে বলতে পারছি না।' স্থানীয় কাউন্সিলার রমাপ্রসাদ হালদার বলেন, 'আমারা গিয়েছিলাম। কিন্তু কি ভাবে এই ঘটনা ঘটেছে বলা যাচ্ছে না।' হাসপাতাল সুপার ধিমান মন্ডল বলেন,' প্রাথমিক অনুমান খাবারে বিষক্রিয়া। ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে সঠিক কারন। অসুস্থ সুমিত্রাদেবীর চিকিৎসা চলছে।' আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ জানিয়েছে,' ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে সঠিক কি কারনে মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

হেমতাবাদে ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

হেমতাবাদ, ৩০ জানুয়ারি (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ থানা এলাকার শেখপুরা গ্রামে শোওয়ার ঘর থেকে উদ্ধার এক ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ। শনিবার সকালে মৃতদেহ উদ্ধার করে হেমতাবাদ থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে পরবর্তীতে এদিন বিকেলে ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের হাতে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম সৌরদীপ বর্মন (১৫)। ভরতপুর হাইস্কুলের ছাত্র সে। চলতি শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার কথা ছিল তাঁর। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে বাউল মেলায় গিয়েছিল সৌরদীপ। বাড়ি ফেরে শনিবার ভোরে। ঘটনায় এদিন সকালে তাঁর বাবা দুলাল বর্মন বকাঝকা করে। সেই অভিমানেই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে সে। ছেলের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত মা সন্ধ্যা বর্মন। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে জানা যায়, সৌরদীপ গোড়া থেকেই পড়াশোনায় ভালো ছিল। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বাবা বকাঝকা করাতে অভিমানে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে সৌরদীপ। তবে, মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত করেছে হেমতাবাদ থানার পুলিশ।

কলকাতায় মায়ের পাস থেকে নিখোঁজ শিশু ফিরল পুলিশি তৎপরতায়

কলকাতা, ৩০জানুয়ারি (হি. স.): মধ্য কলকাতায় মায়ের পাশ থেকে ঘুমন্ত শিশুকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল এক দুষ্কৃতী। তবে কলকাতা পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার করা হয়েছে সেই শিশুকে। এমনকি গ্রেফতার করা হয়ছে অভিযুক্তকেও।

পুলিশ সূত্রে খবর, সেন্ট্রাল এভিনিউতে ফুটপাথে সাড়ে এগারোটা নাগাদ নিজের ছেলেকে নিয়ে শুয়েছিলেন শাহিনা বিবি। এরপর ভোর চারটে নাগাদ ঘুম ভেঙে গেলে দেখেন, পাশে ছেলে নেই। এরপরেই স্থানীয়দের সহায়তায় ছেলেকে চারিদিকে খুঁজে বেড়ান ওই মহিলা। কিন্তু ছেলেকে খুঁজে না পেয়ে বউবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে। দেখা যায়, একটি গাড়ি থেকে এক ব্যক্তি নেমে শিশুটিকে কোলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। গাড়ির মালিকের খোঁজ চালিয়ে জানা যায়, তিনি কড়েয়ার বাসিন্দা মহম্মদ ইউসুফকে গাড়ি বিক্রি করলেও সে নিজের নামে গাড়ি নথিভুক্ত করায়নি।

এরপরেই অভিযুক্তর পরিবারকে জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, একটি শিশুকে সে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। এরপর কিছুক্ষন থেকেই সেই বাচ্চাটাকে নিয়ে আবার বেরিয়ে যায় সে। এরপরেই পরিবারের লোক জানায়, অভিযুক্ত পালিয়ে গেছে ঝাড়খণ্ড। এরপরেই ঝাড়খণ্ড পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে কলকাতা পুলিশ। বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ডের মারকাচো থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নিজেদের এলাকায় তল্লাশি চালায়। তাতেই ধরা পড়ে যায় ইউসুফ। সেখান থেকেই উদ্ধার করা হয় শিশুকে। ফিরিয়ে দেওয়া হয় শিশুটিকে তাঁর মা বাবার কাছে। পুলিশের ভূমিকায় বেশ খুশি শিশুটির পরিবারও।

মতুয়া নাগরিকত্ব ভাঁওতা : সুব্রত মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০জানুয়ারি (হি. স.): মতুয়া নাগরিকত্ব ''ভাঁওতা''। তোপ দাগলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী তথা বর্ষিয়ান তৃণমূল নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়। শনিবার তৃণমূল ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে মতুয়া নিয়ে বিজেপিকে তীব্র সমালোচনা করেন সুব্রত।

তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, ''মতুয়ারা দেশের নাগরিক নতুন করে নাগরিকত্ব কেন?'' এদিন কার্যত মতুয়া নাগরিকত্ব এর কথা একেবারে উড়িয়ে দিলেন তৃণমূল নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়। পাশাপাশি অন্য এক সাক্ষাৎকারে তৃণমূল সংসদ মমতা বালা ঠাকুর ঠাকুর নগরে মতুয়াদের নিয়ে সভা বানচাল হওয়ায় তীব্র কটাক্ষ করেন বিজেপিকে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে ভোটের আসরে এবার তৃণমূল ও মতুয়া সম্প্রদায়ের ভোট পেতে সেই রাজনীতিতে নেমেছে।

দেশ জুড়ে যখন সিএএ ও এনআরসি দাবি উঠেছিল, তা প্রথম থেকেই বিরোধিতা করে এসেছিল তৃণমূল। আবারও সেই ইস্যুতে সরব হল তারা। এদিন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, ''স্বীকৃত নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও মতুয়াদের ডবল নাগরিকের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একজন সাংসদ জিতে গেলেন। নাগরিকত্ব মানুষের একবারই হয়। ডবল করে দেবে কিভাবে? স্কুল-কলেজে ডবল প্রমোশন হয়। কিন্তু নাগরিকত্ব কি কখনও ডবল হয়? সেই অসত্যকেই আমরা প্রমান করতে চাই সকলের সামনে। তাহলে কিভাবে এবার নাগরিকত্ব দেবেন বলে ভোট চাইছেন। নাগরিকত্ব নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। তারা উন্নয়নের কথা বলুক। নতুন করে নাগরিকত্ব নিয়ে যেন কোন ভাওতা না দেয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মতুয়াদের জন্য যে উন্নয়ন করেছেন। সেই উন্নয়ন আগে করে দেখাক তারা।''

অন্যদিকে, শুক্রবার রাতে দু দিনের রাজ্য সফরে বঙ্গে আসার কথা ছিল কেন্দ্রীয় সরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। কিন্তু দিল্লিতে ইস্রায়েলি দূতাবাসের সামনে বিস্ফোরণের ফলে মাঝ পথেই তাঁর সফর বাতিল করতে হয় । এই ঘটনাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করে এবার মতুয়াদের অপমানের অভিযোগ করলেন তৃণমূল সংসদ মমতাবালা ঠাকুর । তাঁর অভিযোগ বিজেপি মতুয়াদের অপমান করেছে । তাঁর দাবি বিজেপি মতুয়াদের নাগরিকত্ব দিতে পারবে না, তাই অমিত শাহ ঠাকুরনগরে আসছেন না ।

শনিবার সকালে মতুয়া মহাসঙ্ঘের সংঘাধিপতি তথা প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর বলেন, ''ইস্রায়েলি দূতাবাসের সামনে বিস্ফোরণের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসছেন না। অথচ পুলওয়ামায় বিস্ফোরণে ৪০ জন সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছিল। তখন বিজেপি কোনও সভা বাতিল করেনি। আসলে বিজেপি মতুয়াদের নাগরিকত্ব দিতে পারবে না। তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসবেন না। নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলে মতুয়াদের ডেকে আনা হয়েছিল। রাত থেকে তাঁরা আসছেন। আজ তাঁদের অপমান করা হল।'' এ বিষয়ে বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরকেও নিশানা করে তিনি অভিযোগ করেন, মতুয়াদের ডেকে এনে অপমান করেছেন শান্তনু ঠাকুর । যদিও, মমতাবালা ঠাকুরের এই অভিযোগের কোনও পালটা প্রতিক্রিয়া দেননি বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর । যদিও মমতাবালা ঠাকুরের এই অভিযোগকে কেবলই রাজনৈতিক তরজা বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । কারণ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দিল্লির এই বিস্ফোরণের দায়ভার তাঁর মন্ত্রকের উপরেই পড়ে । তাই এ নিয়ে মমতাবালা ঠাকুরের এই অভিযোগ কার্যত রাজনীতির অংশ বলেই মনে করা হচ্ছে ।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ফোন করে জানিয়েছেন আগামী সপ্তাহেই পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন তিনি। তাঁর সভার জন্য তৈরি হওয়া মঞ্চ খলতে মানা করেছেন তিনি।

বহিষ্কারের সাত মাস পরে ফের দলে ফিরলেন কালোসোনা মণ্ডল

সিউড়ি, ৩০ জানুয়ারি (হি. স.) : বহিস্কারের সাত মাস পরে ফের দলে ফিরলেন কালোসোনা মন্ডল। দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে গত বছর বীরভূম জেলা বিজেপির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মন্ডল এবং প্রাক্তন সম্পাদক পলাশ মিত্রকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। শনিবার সেই বহিষ্কার প্রত্যাহারের নির্দেশ দিলেন দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে কালোসোনা মন্ডল ও পলাশ মিত্র, এই দুই নেতার দলে প্রত্যাবর্তন বীরভূম জেলা বিজেপিকে বেশ কিছুটা অক্সিজেন দেবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, 'রাজ্য সভাপতি নির্দেশে দুই নেতাকে দলে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, বীরভূম জেলা বিজেপির অন্যতম জনপ্রিয় মুখ হিসাবে পরিচিত কালোসোনা মন্ডল। তাঁকে একাধিকবার বিভিন্ন সভামঞ্চ থেকে শাসকদলের নেতা-কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিতে দেখা গিয়েছে। একাধিকবার জেলা বিজেপির বিভিন্ন কর্মসূচিতে মুখ্য ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। এমনকি, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ও তিনি সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করার দাবিতে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন জমা দিতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হামলার শিকার হয়েছিলেন। সবমিলিয়ে বীরভূম জেলা বিজেপিতে বর্ণময় চরিত্র বলেই পরিচিত কালোসোনা মন্ডল।

গত ১৮ জুলাই সাংবাদিক বৈঠক করে দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে কালোসোনা মন্ডল এবং পলাশ মিত্রকে দল থেকে বহিষ্কার করার নির্দেশ দেন তৎকালীন জেলা সভাপতি ছিলেন শ্যামাপদ মন্ডল। উঠেছিল তখন। তবে দল বহিষ্কার করলেও দলের হয়েই কাজকর্ম চালিয়ে যান কালোসোনা। এদিন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বহিষ্কার প্রত্যাহারের নির্দেশ দেওয়ার খুশির হওয়া তাঁদের মধ্যেও।দলে ফিরিয়ে নেবার খবর শোনার পর কালোসোনা মন্ডল বলেন, ''দলের রাজ্য সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলে ছোট করা হবে। আমি শ্রদ্ধা জানাই। বিধানসভা ভোটে দলের জন্য শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে লড়াই করব।''

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে ঝাড়গ্রামের যুব তৃণমূল জেলা কমিটির

ঝাড়গ্রাম, ৩০ জানুয়ারি (হি. স.) : যুব তৃণমূলের জেলা কমিটিকে পুরোপুরি অন্ধকারে রেখে ঝাড়গ্রাম শহর যুব তৃণমুল কংগ্রেসের নতুন কমিটি গঠন করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করার পরেই যুব তৃণমূলের অন্দরে শুরু হয়েছে ক্ষোভ। এবারেও এই বিতর্কিত পোস্টটি করেছেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়। সাম্প্রতি কিছু দিন আগে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনিন্দ্য বাবুর একটি পোস্ট নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রামে।

শনিবার দুপুর বেলা আবারও অনিন্দ্য বাবুর ফেসবুক ওয়ালে একটি পোস্ট করেন। সেখানে ঝাড়গ্রাম শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেছেন তিনি। সেই নতুন কমিটির লিস্টের নিচে অনিন্দ্য বাবু নিজেই স্বাক্ষর করে তা সোশ্যাল মিডিয়াতে ছাড়েন। আর তার পরেই যুব তৃণমূলের কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়। কারণ তৃণমূলের সমস্ত ব্লক, অঞ্চল কমিটি কয়েক মাস আগে এপ্রুভেল করছেন জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শান্তনু ঘোষ। অনিন্দ্য বাবু ফেসবুক পোস্টে যে নতুন কমিটি গঠন করেছেন সেখানে জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সান্তনু ঘোষের কোন স্বাক্ষর নেই। যার ফলে তৃণমূলের অন্দরেই ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। এবিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শান্তনু ঘোষের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ঝাড়গ্রাম শহর যুব কমিটির নতুন লিস্ট যা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাড়া হয়েছে সে বিষয়ে আমি কিছু জানিনা। আমি কোন অনুমতি দিইনি। নতুন গঠন করার বিষয়ে আমাকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। আমি রাজ্য নেতৃত্ব কে সম্পূর্ণ বিষয়ে জানিয়েছি। রাজ্য নেতৃত্ব যে সিদ্ধান্ত নেবে তাই হবে। নতুন কমিটিতে অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের সাথে সহ-সভাপতি হিসেবে রয়েছে শিক্ষক উজ্জ্বল পাত্র। উজ্জ্বল বাবু বলেন আমি এ বিষয়ে কিছুই জানিনা। আমি এখন ঝাড়গ্রাম শহরের বাইরে রয়েছি। আমি শহরে ফিরে এবিষয়ে খোঁজখবর নেব। এদিকে ঝাড়গ্রাম শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় কে বার বার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে এহেন ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসকে খোঁচা দিতে ছাড়েনি ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি চন্দনেশ্বর সেনগুপ্ত। তিনি বলেন একুশে তৃণমূল কে খুঁজে পাওয়া যাবেনা। তৃণমূলের কোনো নীতি নেই। ওদের বিন্যাস কালে বুদ্ধি হারিয়েছে। তাই এই সব করছে। উল্লেখ্য কিছু দিন আগে ঝাড়গ্রাম শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র নাথ মোদী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর সোশ্যাল মিডিয়াতে ছেড়ে বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে ফের বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ, একদিনে আক্রান্ত ৩১০ জন

কলকাতা, ৩০জানুয়ারি (হি. স.): গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে ফের বাড়ল সংক্রমণ। রাজ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩১০জন। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন ৩৪১জন। সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৭.২২শতাংশ। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৯জনের। এদিকে কমেছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৭.১৫শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। শনিবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৫হাজার ৬৭১জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫লাখ ৬৯হাজার ৭৬৯জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৫লাখ ৫৩হাজার ৯৩৪জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ১০হাজার ১৬৪জনের। এদিকে গত একদিনে কলকাতায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৮জন। সুস্থ হয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় ৬৪জন। শহরে গত একদিনে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ২জনের। বর্তমানে এখন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১২২০জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৮জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ১১২জন। এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ২৬হাজার ১০৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৭৯লাখ ৭০হাজার ৮০৮টি। এখন রাজ্যে ১০৩টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

চাকরির নামে প্রতারণা, গ্রেফতার ২ জন

কলকাতা, ৩০জানুয়ারি (হি. স.): ফের চাকরির লোভ দেখিয়ে আর্থিক প্রতারণা শহরে। যার জেরে ইতিমধ্যেই ২জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে যাদবপুর থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন থেকেই মোটা বেতনের সরকারি ও বেসরকারি চাকরির টোপ দিয়ে একের পর এক চাকরি প্রার্থীদের যাদবপুরের নিজেদের অফিসে ডাকতো প্রতারকরা। সেখানে চলত ইন্টারভিউ। এমনকি ডাক্তারি পরীক্ষাও করা হত তাঁদের।

এরপরেই দফায় দফায় চাওয়া হত টাকা। তেমনই আজ শনিবার বেশ কিছু চাকরি প্রার্থীদের ডাকা হয়। ইন্টারভিউয়ের আগে ২২০ টাকা করে নেওয়া হয় তাঁদের কাছ থেকে। এরপর ফের ফোন আসে নিয়োগপত্র নেওয়ার জন্য। কিন্তু তা নিতে যাদবপুরের ওই অফিসে গেলে ডাক্তারি পরীক্ষার নামে আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা করে চাওয়া হয়।

শনিবার কেউ কেউ সেই টাকা জমাও দিয়ে দেন। কিন্তু বেশ কিছু চাকরিপ্রার্থীর সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন এতেই বেশ কিছু জন চম্পট দেয়। আর দুজনকে ধরে ফেলেন চাকরি প্রার্থীরা। তারপরেই যাদবপুর থানায় যাদবপুর থানায় আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছেন। এরপর অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে পুলিশ। এখন এই প্রতারণা চক্রের মাথার সন্ধান করা হচ্ছে।

ঝাড়গ্রামে হাতির হামলায় মৃত্যু এক ব্যক্তির

ঝাড়গ্রাম, ৩০ জানুয়ারি (হি. স.) : আবারও হাতির হামলায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। শনিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনাটি ঘটেছে মেদিনীপুর বন বিভাগের লালগড় রেঞ্জের মথুরাপুর গ্রামের। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত ব্যক্তির নাম মনসা মাহাতো(৬২)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সন্ধ্যায় মনসা মাহাত বাড়ির সামনে বেরিয়ে ছিলেন। সেই সময় একটি হাতি মনসা বাবুকে শুঁড়ে ধরে আছাড় মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার।পরে স্থানীয় বাসিন্দারা দুটি হাতিকে তাড়া করলে মথুরাপুর গ্রামের পাশের জঙ্গলে ঢুকে যায়। স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ দীর্ঘ চার পাঁচ দিন ধরে মথুরাপুর লক্ষণপুর পাশাপাশি এলাকায় প্রায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশটি হাতি তাণ্ডব চালাচ্ছে। অভিযোগ বনদপ্তরকে বারে বারে জানানো হলেও হাতির তাড়ানোর কোনো রকম ব্যবস্থা করেনি বন দফতর। যদিও বন দফতরের দাবি হাতি গুলিকে ড্রাইভ করার চেষ্টা করছে বনকর্মীরা। 'লালগড়ের রেঞ্জার শ্রাবণী দে বলেন, হাতির হামলায় মনসা মাহাত নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। হাতির দল হাতি গুলিকে ড্রাইভ করানোর চেষ্টা চলছে।

বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ফ্ল্যাট হস্তান্তর নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত পুর প্রশাসনের

কলকাতা, ৩০জানুয়ারি (হি. স.): বাংলার বাড়ি প্রকল্পে প্রাপ্য ফ্ল্যাট কোনও ভাবেই ১৫ বছরের আগে অন্য কাউকে হস্তান্তর করা যাবে না। শনিবার সাফ একথা জানিয়ে দিলেন কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। এমনকি এই ফ্ল্যাট তাঁরা বিক্রিও করতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন তিনি।

বেশ কিছুদিন ধরেই পুরসভার নজরে আসছিল কোনও বস্তির বাসিন্দা বাংলার বাড়ির প্রকল্পে ফ্ল্যাট পেয়ে সেই ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে বা বিক্রি করে আবার অন্য বস্তিতে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেছেন। এর ফলে বেশ কয়েকটি বস্তিতে একজনই একাধিক ফ্ল্যাট পাচ্ছেন। সেই দুর্নীতির রাশ টানতেই এবার একজন ব্যক্তি একটি ফ্ল্যাট পাওয়ার ১৫ বছর পর তিনি সেই স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারবেন। উল্লেখ্য, ২৭৪ বর্গফুটের জায়গায় দুটো কামরার ফ্ল্যাট দেওয়া হচ্ছে বাসিন্দাদের বাংলার বাড়ি প্রকল্পে।

এই প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'বস্তি মুক্ত শহর গড়ে তুলতে এই 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে। কিন্তু হস্তান্তর নিয়ে নানান অভিযোগ আসছিল। যেকারণে এই ১৫ বছরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল'। তিনি আরও জানান, '১৫ বছর পর বাবা তাঁর ছেলেকে বা কোন মালিক অন্য কাউকে সেই ফ্ল্যাটের স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারবেন। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে বিভাগীয় কর্তাদের যাবতীয় কাগজপত্র এবং বিজ্ঞপ্তি তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে'।

হেমতাবাদের যুবক খুনের ঘটনায় ঘটনাস্থান পরিদর্শনে পুলিশ সুপার

রায়গঞ্জ, ৩০ জানুয়ারি (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদের যুবক খুনের ঘটনায় এবার তদন্তে নামলেন খোদ পুলিশ সুপার সুমিত কুমার। শনিবার খুনের ঘটনাস্থান পরিদর্শন করেন তিনি। হেমতাবাদ থানার পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে ঘটনাস্থান পরিদর্শন করেন । জানালেন, খুব শীঘ্রই অভিযুক্তরা ধরা পড়বে ।

হেমতাবাদ থানার চৈনগর গ্রামের রাস্তায় রাজীব লোচন সরকার নামে এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় ২৭ জানুয়ারির রাতে। অনতিদূরেই যুবকের মোটরবাইক উদ্ধার হয়। পুলিশ ঘটনাস্থান থেকে দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর জানা যায় ওই যুবককে গুলি করে খুন করা হয়েছে। এরপরই ঘটনার গুরুত্বের উপর জোর দেয় রায়গঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার।

এদিন হেমতাবাদ থানার পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থান পরিদর্শনে আসেন রায়গঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার সুমিত কুমার।

আজ রাজ্যব্যাপী পোলিও টিকাকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। জাতীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগামী ৩১ জানুয়ারি রাজ্য পালস পোলিও কর্মসূচি পালন করা হবে। এজন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।শনিবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ দেবাশীষ দাস সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান।তিনি বলেন অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও জাতীয় পালস পোলিও দিবস উপলক্ষে ৩১ জানুয়ারি রাজ্যে পালস পোলিও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৬৩ হাজার ৪৫৪ জন শিশুকে পোলিও কর্মসূচির আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সি সকল শিশুদের পালস পোলিও খাওয়ানো হবে বলে জানিয়েছেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। গত বছর এ কর্মসূচিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৬৩হাজার ৪৪৯ জন শিশুকে আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে আরও অনেক বেশি।গতবছর ১০২ শতাংশ সাফল্য মিলেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।পশ্চিম জেলায় ৭৫৭ টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের পালস পোলিও খাওয়ানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য ৩০৩০ টি দল কাজ করবে।জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক আরো জানিয়েছেন এদিন যারা পালস পোলিও নিতে পারবে না তাদেরকে পরবর্তী দুদিন স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পালস পোলিও খাওয়াবেন।জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক আরো জানিয়েছেন হাজার১৯৯৫ সাল থেকে এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ভারতকে পোলিও মুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করেছে।ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ২০১১ সালের ১৩ জানুয়ারি সর্বশেষ পোলিও আক্রান্ত শিশুর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।আমাদের দেশ পোলিওমুক্ত হলেও কোনো শিশু যাতে পোলিওতে আক্রান্ত না হয় সেজন্যই এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। কর্মসূচিকে সার্বিক সফল করার জন্য তিনি অভিভাবক সহ সকল স্তরের জনগণকে আবেদন জানিয়েছেন।

কদমতলায় বাইক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩০ জানুয়ারি।। নিশিকুটুম্বদের উৎপাতে অতিষ্ঠ কদমতলা থানা এলাকার বাসিন্দা। কখনো গৃহস্থের ঘর, মূল্যবান আগর গাছ বা কখনো গৃহস্থের মোটরবাইক। কদমতলা থানার পুলিশকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চোরের দল নিত্যদিন কোন না কোন জায়গায় সাফাই অভিযান চালাচ্ছে। তেমনি এক ঘটনা ঘটলো গতকাল গভীর রাতে। উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুমন নাথ পিতা সতীশ নাথ প্রতিদিনের ন্যায় গতকাল রাত্রিবেলা তার সিডি ডিলাক্স বাইকটি বারান্দায় রেখে ঘুমিয়ে পড়েন।আজ সকাল বেলা গৃহস সুমন নাথ ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় নিজের বাইকটি দেখতে না পেয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। বাড়ির এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করেও বাইকের সন্ধান পাননি। অবশেষে কদমতলা থানায় লিখিতভাবে বাইক চুরি যাওয়ার মামলা দায়ের করেন। পুলিশ লিখিত অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

এদিকে পেশায় দিনমজুর বাইক মালিক সুমন নাথ জানান, প্রতিদিন এই বাইকে করে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দিনমজুরের কাজ করতেন।আর সেই বাইকটি চোরের দল নিয়ে যাওয়াতে গৃহস্থের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে।জানা গেছে,চুরি যাওয়া বাইকটি সুমন নাথ কদমতলা থানা এলাকার নিখিল শুক্লবৈদ্যের কাছ থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড ক্রয় করেছিলেন। যার নাম ট্রান্সফর এখন অব্দি হয়নি।

অপরদিকে, ত্রিপুরা আসাম ও ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেষা কদমতলা এলাকায় এর পূর্বেও প্রচুর মোটর বাইক চুরি গিয়েছিল। পুলিশ চোর সহ মোটরবাইক উদ্ধার করলেও অন্ত রাজ্য চোর চক্রের মূল পাণ্ডাদের জালে তুলতে সক্ষম না হওয়াতে এখনো মোটর বাইক চুরি অব্যাহত।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ইয়াবা সহ চুরাইবাড়িতে আটক নেশা পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩০ জানুয়ারি।। পনেরো লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আটক এক পাচারকারী। ধৃত পাচারকারী রুহুল আহমেদ (২৫)। বাড়ি পাথারকান্দি থানাধীন টিলাবাড়ী এলাকায়। চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের যৌথ অভিযানে প্রেমতলা বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে আটক করা হয় তিন হাজার ইয়াবা টেবলেট। চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর নিকট গোপন খবর ছিল আসাম থেকে নেশাজাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট রাজ্যে প্রবেশ করবে। পুলিশ সুপারের তথ্য অনুযায়ী চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল ত্রিপুরা অসম সীমান্তের ঝেরঝেরি এলাকায় উৎপেতে বসে থাকে। অবশেষে আজ বিকেল বেলা চুরাইবাড়ি থানাধীন উত্তর ফুলবাড়ী এলাকা থেকে তিন হাজার ইয়াবা ট্যাবলেটসহ এক পাচারকারীকে জালে তুলতে সক্ষম হয় পুলিশ। ধৃত পাচারকারী রুহুল আহমেদ (২৫) পিতা ময়নুল হক। বাড়ি পার্শবর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাতারকান্দি থানাধীন টিলাবারি এলাকায়।বর্তমানে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট ও পাচারকারী চুড়াইবাড়ি থানার হেফাজতে রয়েছে।চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ এনডিপিএস ধারায় একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

এদিকে চুরাইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাস জানান, উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর গোপন সূত্রের ভিত্তিতে নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে তিন হাজার নেশাজাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক পাচারকারীকে জালে তুলতে সক্ষম হয় পুলিশ।উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেট এর বাজারমূল্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা বলে জানান ওসি জয়ন্ত দাস। পাশাপাশি ওসি আরো জানান আগামীকাল ধৃত ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারকারী রুহুল আহমেদকে জেলা আদালতে প্রেরণ করবে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ।

সিপাহীজলায় ৫৫০৩ টি জায়গায় পোলিও টিকা দেওয়া হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ জানুয়ারি।। রবিবার সকাল ৪ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত সিপাহীজলা জেলার ৫০৩ টি স্থানে শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে। এই বছর সিপাহীজলা জেলায় প্রথম ধাপে ৪৭৫৩০ জন শিশুকে পোলিও খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান সিপাহীজলা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর রঞ্জন বিশ্বাস। বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আগামীকাল অর্থাৎ রবিবার সকাল ৯ ঘটিকায় জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি এবং জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর উপস্থিতিতে পোলিও টিকাকরণ এর উদ্বোধন হবে।যদি কোনো শিশু প্রথম দিন বাদ যায় তাহলে দ্বিতীয় দিন খাওয়ানো হবে এবং দ্বিতীয় দিন বাদ গেলে তৃতীয় দিন খাওয়ানো হবে। অর্থাৎ তিন দিনে জেলার শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুদের পোলিও খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই তিন দিন পরেও যদি কোন শিশু বাদ যায় তাহলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আইসিডিএস এবং আশা কর্মীরা সেই দায়িত্ব পালন করবে বলে জানান মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। এ পালস পোলিও টিকাকরণ নিয়ে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর রঞ্জন বিশ্বাস বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে শনিবার বিকেল বেলায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন।

বিএসএফের উদ্যোগে প্রতিবন্ধীদের চলন সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩০ জানুয়ারি।। আজ সকাল ১১ টায় বক্সনগর সমরস্মৃতী মিলনায়তন কমিউনিটি হলঘরে বি এস এফ এর ৭৪ নং বেটেলিয়ন এর উদ্যোগে রহিমপুর, বক্সনগর, কলসিমুড়া, কলমচৌড়া এলাকার প্রায় ৪৮ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে তাদের নিজ নিজ চাহিদা অনুযায়ী ওয়াকিং স্টিক, হুইল চেয়ার এবং অনান্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের এইসব সামগ্রীগুলি বি এস এফ এর গকুলনগর হেডকোয়ার্টার এর একটি সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৭৪ ব্যাটিলিয়ন এর টু আই সি প্রেম কুমার, ডেপুটি কমান্ডেন্ট ভুপেন্দর রাওয়াত কম্পানি কমান্ডার পংকজ সুহেল প্রমুখ।

বিজেপিতে যোগদানের আগেই গেরুয়া শিবিরের প্রশংসায় বৈশালী ডালমিয়া

কলকাতা, ৩০জানুয়ারি (হি. স.): বিজেপিতে যোগদান করার আগেই গেরুয়া শিবিরের প্রশংসা শোনা গেল বালির বিধায়ক বৈশালী ডালমিয়ার মুখে। পাশাপাশি আসন্ন বিধানসভায় বিজেপির প্রার্থী হয়ে বালি থেকেই তিনি দাঁড়াবেন দিল্লি উড়ে যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে জানান তিনি।

আজ শনিবার বিশেষ বিমানে বিকেল চারটার সময় দিল্লি উড়ে যান রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈশালী ডালমিয়া, প্রবীর ঘোষাল, রথীন চক্রবর্তীরা। এদিন অমিত শাহের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগদান করে ফের আজ সন্ধ্যেতেই ফিরে আসতে পারেন তাঁরা। সূত্রের খবর এমনটাই। তবে দিল্লি যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে কার্যত গেরুয়া শিবিরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন বৈশালী দেবী। বলেন, তাদের দিল্লি নিয়ে যাবার জন্য যে বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে তারা সম্মানিত বোধ করছেন। তিনি আরও বলেন, 'আমার কোনও দাবি নেই। আমার একটাই দাবি, মানুষের জন্য কাজ করা। সেটাই আমি মন খুলে করতে চাই। যদিও আমার কাজ থেমে থাকেনি। ভবিষ্যতের আমি পরিষেবা দিয়ে যেতে চাই।'

পালিত

● প্রথম পাতার পর

উদ্যোগে গান্ধীজির প্রয়াণ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস ভবন প্রাঙ্গনে গান্ধীজির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। গান্ধীঘাটে গিয়ে গান্ধী বেদিতেও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কংগ্রেস নেতৃত্ব।

ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলন আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলনে আগামীকাল আগরতলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১১টায় সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শিক্ষা ও আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রেসকাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার সদস্য সি কে নায়েক। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জার্নালিস্টস ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সভাপতি গীতার্থ পাঠক। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সর্বভারতীয় মহাসচিব সাবিনা ইন্দ্রজিৎ।

এদিকে, আজ আগরতলায় এসে পৌচ্ছেন আমন্ত্রীতরা। তাছাড়া এদিন প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার সদস্য সি কে নায়েক আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেছেন। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সভাপতি, সম্পাদক সহ অন্যান্যরা।

রাজ্য সম্মেলনে আগামী দু'বছরের জন্য নতুন কমিটি গঠন করা হবে। এছাড়া জেলা ও মহকুমা কমিটির অনুমোদন দেওয়া হবে। সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে রেজিস্ট্রেশন।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তৃণমূলের তরফে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিব সেনার তরফে বিনায়ক রাউত এবং অকালি দলের তরফে বলবিন্দর সিং বৈঠকে বক্তব্য রাখারও সুযোগ পান। উপস্থিত ছিলেন অন্য বিরোধী দলের প্রতিনিধিরাও। তৃণমূল-সহ বিরোধীরা অবশ্য এই তিনটি আইন প্রত্যাহার ছাড়া অন্য কোনও সমাধানই মানতে রাজি নন।

গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

হয়ে খবর পাঠানো দমকল বাহিনীকে।খবর পেয়ে বিশালগড় থেকে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে অগ্নিদগ্ধ মহিলাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যায়।তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বিশালগড় হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে মহিলা জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। অসাবধানতার কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জনজাতিদের

● প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা বুড়িমা এবং তুইমা উৎসবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি, সংখ্যালঘু উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান মহঃ জসীম উদ্দীন। উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দ চক্রবর্তী, জম্পইজলার মহকুমা শাসক সঞ্জিৎ দেববর্মা ও জম্পইজলা ব্লকের বিডিও বরুণ দেববর্মা।

রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যে রাজ্যে ২৮,১৫২ জনকে কোভিড-১৯ টিকা দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম জেলায় প্রথম পর্যায়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের মধ্যে ৭,৩১৩ জনকে টিকা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারি হাসপাতাল ছাড়াও বেসরকারি ক্লিনিক, নার্সিংহোম সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসক, নার্স ও সমস্ত স্তরের কর্মীদের টিকা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি আই এল এস হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী সহ অন্যান্য কর্মীদের মিলিয়ে মোট ৫৪৬ জনের মধ্যে গতকাল পর্যন্ত ৩৫৮ জনকে কোভিড প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়েছে। আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে মোট ২,৬৯১ জনকে টিকাদানের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ত্রিপুরা ইন্সটইটিউট অব প্যারামেডিকেল সায়েন্সে আরও ২,০৩৮ জনকে টিকাদানের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়।

সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. শৈলেশ কুমার যাদব কোভিড-১৯ টিকাকরণ সম্পর্কিত মত বিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত চিকিৎসক, অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীদের সাথে আলোচনায় জানান, বর্তমানে বিদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভ্রমণের সময়ে কোভিড ভ্যাকসিনেশন সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এদিন মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন টি এম সি'র প্রিন্সিপাল ডা. অরিন্দম দত্ত, পশ্চিম জেলার সি এম ও ডা. দেবাশিস দাস সহ মেডেকেল কলেজ এবং টিপসের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা।

লংতরাই

● প্রথম পাতার পরন

এই ঘরে আরো দুজন ছিলেন। শুক্রবার রাত শেষ হয়নি শনিবার ভোর আনুমানিক তিনটা নাগাদ কতিপয় বন্দুকবাজ বাড়িটিতে চড়াও হয় এবং বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে প্রয়াত কার্যকর্তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। তাতেই এই একনিষ্ঠ ভাজপা কর্মীর মৃত্যু হয়। প্রয়াত কৃপারঞ্জন চাকমা এলাকায় পার্টির যথেষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং আসন্ন স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে পার্টির অর্পিত দায়িত্ব পালনে সর্বতোভাবে চেষ্টা করছিলেন। এরই মধ্যে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে পার্টি মনে করে। তবে পার্টি এই এই বিষয়ে চলতি পুলিশি তদন্ত প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে চায় না।

যদিও পার্টির স্থানীয় কার্যকর্তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নিতে বলা হয়েছে এবং পুলিশি তদন্ত প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে। নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ এবং মর্মবেদনা প্রকাশ করেছেন পার্টির প্রদেশ সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা। তিনি এক বার্তায় শোক সন্তপ্ত পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন এবং পার্টির প্রত্যেকটি কার্যকর্তা এই পরিবারের পাশে থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন। সে সঙ্গে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছেন শোক সন্তপ্ত পরিবারকে। অন্যদিকে পার্টির প্রদেশ সভাপতি এই খুনের ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটন করে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করে রাজ্য প্রশাসনের কাছে দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধানের দাবি জানিয়েছে বিজেপি।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 26/EE/JRN/2020-2021 Dt. 22-01-2021

The ExecuOve Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites percentage rate e-tenders online for the works below:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF TECHNICAL BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	"Improvement of road from NH-44(now NH-08) (Champaknagar) to TTAADC H/Q via Balaram Thakur Para and Bikram Molsom (L=14.00 Km) under Belbari RD Block / SH: Widening by GSB, Metalling, Carpeting, Sand seal coating & construction of retaining wall, toe wall & CD etc."Job No.TP/COM/11/2019-20(3rd Call).	₹.9,96,30,825.00	₹. 9,96,308.00	24 (Twenty four) months	Up to 15.00 Hrs on 22-02-2021	At 16.00 Hrs on 22-02-2021	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Bid document can be seen in the website https:/ /tripuratenders.gov.in. W.e.f 22-01-2021 to 22-02-2021 last date of downloading and submission of bid is 22-02-2021 upto 15.00 pm a? Bid Fee: Rs 5000.00(Five thousand }only each,(non refundable) All details are available in the https:// triparatenders.gov.in ECik- Submission of Tenders physically is not permitted.

ICA/C-2980/2020-21

Executive Engineer,
Jirania Division, PWD(R&B),
Jirania, West Tripura.

ছাত্রীর

● প্রথম পাতার পর

পড়তেই কলম চওড়া এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। সে অষ্টম শ্রেণীতে পড়াশোনা করত।মৃতার কাকা রামপদ জানিয়েছেন ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া জেরে তার মা তাকে গালমন্দ করেছিলেন। তাতে খুব অবিমান এ বিষপান করে অঙ্কিতা। এর পেছনে অন্য কোনো কারণ নেই বলেও তিনি স্পষ্ট ভাবে জানান।অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী অঙ্কিতার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই কলম চওড়া এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

দমদমিয়ায়

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ। স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন মারুতি ভ্যান এবং বাইকের চালক অভি দ্রুত পেকে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারায় ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এলাকাবাসী জানিয়েছেন আগরতলা মোহনপুর সড়কে যানবাহন চলাচল করে থাকে।

যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এর জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। সে কারণেই ঘনঘন এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে।আগরতলা মোহনপুর খোয়াই সড়কে যানবাহন এর গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন এলাকায় বসবাসকারী জনগণ।

ছিনতাই

● প্রথম পাতার পর

হয় রাধা কিশোর পুর থানায়।খবর পেয়ে পুলিশ এসে ঘটনা তদন্ত করে তবে ছিনতাই করে নিয়েছেন উদ্ধার কিংবা ছিনতাইকারীদের আটক করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।

পরামর্শ

● প্রথম পাতার পর

জাতীয় সড়ক গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে রাজ্যের বিকাশ তরান্বিত হবে।

সম্মেলনে অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত কুমার নাথ সংগঠনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য ৫০ হাজার টাকার চেক মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের হাতে তুলে দেন। সম্মেলনে পূর্ত দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলী জি কে মালাকার ও অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলী তপন চন্দ্র লোধ উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত কুমার নাথ। সম্মেলন উপলক্ষে সংগঠনের মরণিকা নির্মাণ'র আবরণ উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

নগর

● প্রথম পাতার পর

শুরু হয়েছে। এর জন্য ১৩৫ কোটি ব্যয় হয়েছে। আই টি ভবন থেকে এটি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ৪০টি মার্ট বাস শেলটার নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এর জন্য ২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। আগরতলায় মার্ট সিটিতে ২৩ কিমি রাস্তা নির্মাণের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ সংস্কারের জন্য ৩৫ কোটি টাকা ম'র করা হয়েছে। এম বি বি কলেজ লেইকের সোন্দর্যায়ণের জন্য ৩০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। আমত প্রকল্পে ১০টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এরজন্য ব্যয় হবে ১৬০ কোটি টাকা।

শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের মাধ্যমে রাজ্যে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন। তিনি টুয়েপ প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থের পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিবেকানন্দ মার্কেটে-৪৮টি এবং কু'বনে ২১৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণ হবে। পুরোনো জেলখানায় ৫০০ ফ্ল্যাট তৈরীর পরিকল্পনাও রয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের ৭টি জেলা সদরে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১,৬৫০ কোটি টাকা এডিবি থেকে মঞ্জুর হয়েছে। এই অর্থে পানীয় জল, ড্রেন, স্ট্রিটলাইট, সড়ক ইত্যাদির উন্নতি করা হবে। তিনি বলেন, সারা রাজ্যে আরবান এলাকায় ৬৭,২০১টি দোকান রয়েছে।এর মধ্যে ২৮ হাজার ১৪৮ জন ব্যবসায়ীকে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। চুরি বা আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সাপেক্ষে ৯,৫৬৮ জন দোকানদারকে বীমার আওতায় আনা হয়েছে। ৫২ হাজার দোকানদারকে মুদ্রা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানান, রাজ্যের কোনও ছাত্র-ছাত্রীই কলেজে ভর্তি হওয়া থেকে ব'িত হবেনা। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হয়েছে ২০,২০৪ জন শিক্ষার্থী। এরমধ্যে এ পর্যন্ত রাজ্যের কলেজগুলিতে ভর্তি হয়েছে ২০ হাজার ১৪ জন। বর্তমানে রাজ্যের ২২টি ডিগ্রী কলেজের মধ্যে বিএ (অনার্সে) ৫৬৯টি আসন খালি রয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে বিএ অনার্সে ভর্তির জন্য খালি আসনের সংখ্যাগুলি তুলে ধরেন। বিএ (জেনারেল) কোর্সে ভর্তির জন্য বর্তমানে কলেজগুলিতে আসন খালি রয়েছে ৫৬১টি। বি এস সি অনার্সে ভর্তির জন্য আসন খালি রয়েছে ৭৪টি। বি এস সি জেনারেল কোর্সে ভর্তির জন্য আসন সংখ্যা খালি রয়েছে ৩৩৭টি। কমার্স অনার্স কোর্সে আসন সংখ্যা খালি ১০৪টি। কমার্স জেনারেল কোর্সে ভর্তির জন্য ২১৮টি আসন খালি রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার শিক্ষা দপ্তরে ৩৪টি রিফর্মস এনেছে।

রায়গঞ্জে করোনায় মৃত বৃদ্ধ

আটের পাতার পর

স্বাস্থ্যবিধি মেনে ওই বৃদ্ধের মৃতদেহ সৎকার করা হবে। বিষয়টি স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ পুলিশ, বিডিও, পুরসভার চেয়ারম্যানকেও জানানো হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্র অনুসারে, মোট করোনা সংক্রমিত ৬৬০৮। এদিন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৪ জন, এখনও অবধি মৃত্যু হয়েছে ৭৩ জনের, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৬৪৩৬ জন।

আটক পুলিশের

আটের পাতার পর

ছিল। কিন্তু গোয়েন্দা সূত্রে খবরের ভিত্তিতে এই কর্মসূচি শুরুর আগেই তাঁদের আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশের বক্তব্য, প্রশাসনের কাছ থেকে আগাম কোনও অনুমতি না নেওয়ার জন্য তাঁদের আটক করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (কা) বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে ২০১৯ সালের ১২ ডিসেম্বর গ্রেফতার হয়েছিলেন কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উপদেষ্টা অখিল গগৈ। তাঁর বিরুদ্ধে 'মাওবাদী' তথা 'দেশদ্রোহী'র অভিযোগ এনে দুটি মামলা রুজু করেছিল পুলিশ। পরবর্তীতে ওই মামলাগুলির তদন্তের দাযিত্ব দেওয়া হয় এনআইএকে। অখিল গগৈয়ের বিরুদ্ধে উজান অসমের চাবুয়া থানায় ছয়টি, ডিব্রুগড়ে একটি, গৌরীসাগর থানায় একটি, শিবসাগর থানায় একটি, টিয়ক থানায় একটি, যোরহাট থানায় একটি, গুয়াহাটির চানমারি থানায় একটি এবং ক্রাইম ব্রাঞ্চে একটি মামলা রুজু হয়েছিল। তবে চানমারি থানা ছাড়া অন্য মামলায় ইতিমধ্যে জামিন পেয়েছেন অখিল গগৈ।সস২ ২

আহ্বান সিপিআইয়ের

আটের পাতার পর

উপর চরম অত্যাচার চালাচ্ছে স্বৈরাচারী কেন্দ্রীয় সরকার। ২৬ জানুয়ারি দিল্লিতে শান্তিপূর্ণভাবে চলা ট্র্যাক্টর প্যারেডে দেশের স্বৈরাচারী শাসক নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁদের ঘনিষ্ঠদের ঢুকিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত করিয়েছেন। আর এখন সিঙ্ঘু টিকরি সীমান্তে কৃষকদের উপর বিজেপির গুণ্ডাবাহিনী হামলা করছে। এই হামলায় বিজেপির দুই বিধায়ক নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলেও গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেন সিপিআই নেতা চন্দন চক্রবর্তী। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিক্রিত একাংশ মিডিয়া লাগাতার প্রচার করে চলছে যে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে নাকি কৃষকদের সংঘর্ষ হচ্ছে। যা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও পরিকল্পিত, বলেন চন্দন চক্রবর্তী। সিপিআইয়ের জেলা সম্পাদক রাগেন্দ্র দাস, কৃষক নেতা ফজলুর রহমান, মহম্মদ জাকির হুসেন, আব্দুল জব্বার ও ছাত্র নেতা মহাম্মদ জাকারিয়া প্রমুখরা এদিনের সভায় প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেছেন।

প্রতিষেধক

আটের পাতার পর

প্রতিষেধক খাওয়ানোর জন্য রবিবার বুথ খোলা হবে। স্বাস্থ্য বিভাগের এই কার্যসূচির উপর নজরদারির জন্য জেলায় আগামীকাল ১২ জন মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত থাকবেন। পাশাপাশি ৩০ জন সুপারভাইজারও নিয়োজিত করা হবে। মোট ২১২ জন বুথ সুপারভাইজার রবিবারের এই কার্যসূচি পরিচালনা করবেন। প্রতিষেধক থেকে বাদপড়া শিশুদের স্বাস্থ্যকর্মীরা সোম ও মঙ্গলবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রতিষেধক খাওয়াবেন। জেলার অতিরিক্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. অসীমকান্তি দাস শূন্য থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের নির্ভয়ে পালস পোলিও প্রতিষেধক ড্রপ খাওয়ানোর জন্য অভিভাবকদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

GENERAL ELECTION TO MUNICIPALITIES,2021
Final publication of the list of Polling Stations
Name of the Municipality: Dharmanagar
NOTICE

In pursuance of the Provision of Rule 7 of the Tripura Municipalities (Registration of Electors) Rules, 1995, I, the District Municipal Election Officer(District Magistrate 8z, Collector), North Tripura hereby provide for the constituencies (Wards) of Dharmanagar Municipal Council, with the previous approval of the State Election Commissioner, the Polling Stations specified in the appended list for the polling areas noted against each for election of a member of Dharmanagar Municipal Council.

Date:- 30-01-2021
Time:-11.00 AM

District Municipal Election Officer (DM 8 Collector) North Tripura District, Dharmanagar

উত্তর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ধর্মনগর পৌর পরিষদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা (সাধারণ নির্বাচন-২০২১)

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ক্রমিক নম্বর	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অবস্থান	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নাম	নির্বাচন ক্ষেত্রের (ওয়ার্ড) নম্বর	ভোট দাতার এলাকা	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের শ্রেণীবিন্যাস(পুরুষ/মহিলা/উভয়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	চন্দ্রপুর	এগ্রিকালচার ডেপুটি ডাইরেক্টর অফিস, ধর্মনগর	ওয়ার্ড নম্বর-১	১. পশ্চিম চন্দ্রপুর (অংশ) ২. মধ্য চন্দ্রপুর (অংশ) ৩. নূতন পল্লী (অংশ) ৪. দেবীপ্রসাদ সরণী (অংশ) ৫. দেশবন্ধু রোড (অংশ) ৬. রাজীব সরণী ৭. কাঠাল টিলা (অংশ) ৮. ইলেকট্রিক কমপ্লেক্স ৯. আশ্রম রোড ১০. চন্দ্রপুর কলোনী (অংশ) ১১. চন্দ্রপুর বাজার (অংশ) ১২. আশ্রম পাড়া	উভয়	
১	চন্দ্রপুর	আই.সি.ডি.এস. প্রজেক্ট সেন্টার, চন্দ্রপুর	ওয়ার্ড নম্বর-২	১. পশ্চিম চন্দ্রপুর ২. মধ্য চন্দ্রপুর ৩. নূতন পল্লী ৪. গর্জনটিলা ৫. দেবীপ্রসাদ সরণী ৬. স্বরূপ সরণী ৭. দেশবন্ধু রোড ৮. চন্দ্রপুর কলোনী ৯. চন্দ্রপুর বাজার	উভয়	
২	পূর্ব চন্দ্রপুর	পূর্ব চন্দ্রপুর অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	ওয়ার্ড নম্বর-২	১. পূর্ব চন্দ্রপুর ২. প্রগতি রোড (অংশ) ৩. পূর্ব চন্দ্রপুর মণ্ডলপাড়া ৪. ত্রিপল্লী রোড ৫. প্রগতি রোড	উভয়	
১	উত্তর নয়াপাড়া	নয়াপাড়া সরকারী ইংরেজী মাধ্যম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (উত্তরাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-৩	১. দীঘলবাক (অংশ) ২. নেতাজি পাড়া (অংশ) ৩. উত্তর নয়াপাড়া (অংশ) ৪. মধ্য নয়াপাড়া (অংশ)	উভয়	
১	উত্তর নয়াপাড়া	ডি. ডব্লিউ. এস. অফিস, নয়াপাড়া	ওয়ার্ড নম্বর-৪	১. নেতাজি পাড়া (অংশ) ২. উত্তর নয়াপাড়া (অংশ) ৩. প্রগতি রোড (অংশ) ৪. সারদা সরণী ৫. কদমতলা রোড ৬. রবীন্দ্র সরণী ৭. নয়াপাড়া ৮. প্রগতি রোড	উভয়	
২	শরত সরণি	শরত সরণী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	ওয়ার্ড নম্বর-৪	১. শরৎপল্লী (অংশ) ২. ভৈরব সরণী (অংশ) ৩. কে. সি. নাথ লেন ৪. থানা রোড (অংশ) ৫. আম্বেদকর লেন (অংশ) ৬. নতুনপট্টি	উভয়	
১	চন্দ্রপুর	চন্দ্রপুর হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল (উত্তরাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-৫	১. চন্দ্রপুর কলোনী (অংশ) ২. চন্দ্রপুর বাজার (অংশ) ৩. চন্দ্রপুর কলোনী ৪. হাসপাতাল রোড (অংশ) ৫. শরৎপল্লী (অংশ) ৬. মহাত্মা সরণী (অংশ) ৭. নলিনী কর লেন ৮. পূর্ব চন্দ্রপুর (অংশ) ৯. আম্বেদকর লেন (অংশ)	উভয়	
২	চন্দ্রপুর	চন্দ্রপুর হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল (পশ্চিমাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-৫	১. হাসপাতাল রোড (অংশ) ২. শরৎপল্লী (অংশ) ৩. ভৈরব সরণী (অংশ) ৪. প্রগতি রোড (অংশ) ৫. সারদা সরণী (অংশ) ৬. নয়াপাড়া (অংশ) ৭. প্রগতি রোড (অংশ)	উভয়	
১	চন্দ্রপুর	২.আর.ডি.পি.অফিস-2 (পশ্চিমাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-৬	১. থানা রোড ২. হাসপাতাল রোড ৩. ঋষি অরবিন্দ লেন ৪. মজুমদার সরণী ৫. নেতাজি রোড	উভয়	
২	চন্দ্রপুর	২.আর.ডি.পি.অফিস-2 (উত্তরাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-৬	১. সারদাবাড়ী (অংশ) ২. হাসপাতাল এলাকা ৩. ঋষি অরবিন্দ লেন ৪. আম্বেদকর লেন ৫. সুকান্ত সরণী ৬. থানা রোড ৭. হাসপাতাল রোড ৮. ঋষি অরবিন্দ লেন ৯. মজুমদার সরণী	উভয়	
১	থানা রোড	বীরবিক্রম ইনস্টিটিউশন (পশ্চিমাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-৭	১. সাকুলবাড়ি (অংশ) ২. নেতাজি পাড়া (অংশ) ৩. ঘড়ার পাড় ৪. আলগাপুর (অংশ) ৫. আলগাপুর ঘড়ার পাড় ৬. শিববাড়ী ঘড়ার পাড় ৭. শিববাড়ী	উভয়	
২	থানা রোড	বীরবিক্রম ইনস্টিটিউশন (উত্তরাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-৭	১. কৃষ্ণনাথ লেন ২. স্বর্ণময়ী লেন ৩. থানা রোড ৪. মায়ার পার্টিন ৫. রামমণি সরণী ৬. লক্ষ্মীনাথ লেন ৭. চন্দ্রনাথ লেন ৮. পোস্ট অফিস রোড ৯. অরবিন্দ ক্লাব রোড	উভয়	
১	থানা রোড	ধর্মনগর সরকারী গার্লস হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল (উত্তরাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-৮	১. থানা রোড ২. আম্বেদকর লেন ৩. পি.ডব্লিউ.ডি. কমপ্লেক্স ৪. নতুন পট্টি ৫. [illegible] সরণী ৬. তারণ কর লেন	উভয়	
২	থানা রোড	ধর্মনগর সরকারী গার্লস হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল (পশ্চিমাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-৮	১. কুর্তি রোড ২. থানা রোড (থানা কমপ্লেক্স) ৩. থানা রোড (বিদ্যাসাগর সরণী) ৪. থানা রোড (অংশ) ৫. থানা রোড (শরত সরণী) ৬. থানা রোড (পাওয়ার হাউস কমপ্লেক্স) ৭. কালীবাড়ি রোড ৮. কদমতলা রোড ৯. রবীন্দ্র সরণী ১০. নয়াপাড়া (অংশ) ১১. তারণ কর লেন ১২. প্রগতি রোড (অংশ) ১৩. সারদা সরণী	উভয়	
১	মধ্য নয়াপাড়া	দীননাথ নারায়ণী বিদ্যামন্দির (মধ্যাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-৯	১. বিবেকানন্দ রোড ২. ডি.এস.ডি. রোড ৩. মধ্য নয়াপাড়া ৪. বিবেকানন্দ রোড	উভয়	
২	উত্তর নয়াপাড়া	নয়াপাড়া সরকারী ইংরেজী মাধ্যম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (পশ্চিমাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-৯	১. নেতাজি পাড়া ২. উত্তর নয়াপাড়া ৩. মধ্য নয়াপাড়া	উভয়	
১	হুরুয়া	ধর্মনগর সরকারী ডিগ্রী কলেজ	ওয়ার্ড নম্বর-১০	১. দীঘলবাক (অংশ) ২. পশ্চিম হুরুয়া (অংশ) ৩. মণ্ডল পাড়া ৪. পশ্চিম হুরুয়া (অংশ)	উভয়	
১	মধ্য নয়াপাড়া	দীননাথ নারায়ণী বিদ্যামন্দির (উত্তরাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-১১	১. দীঘলবাক (অংশ) ২. অমিরালা (অংশ)	উভয়	
২	মধ্য নয়াপাড়া	দীননাথ নারায়ণী বিদ্যামন্দির (পশ্চিমাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-১১	১. মধ্য নয়াপাড়া ২. মধ্য নয়াপাড়া (অংশ)	উভয়	
১	দুর্গাপুর	দুর্গাপুর জে বি স্কুল	ওয়ার্ড নম্বর-১২	১. অমিরালা ২. মধ্য নয়াপাড়া	উভয়	
২	মধ্য নয়াপাড়া	দীননাথ নারায়ণী বিদ্যামন্দির (পূর্বাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-১২	১. পশ্চিম নয়াপাড়া (অংশ) ২. মধ্য নয়াপাড়া (অংশ)	উভয়	
১	রাজবাড়ী	[illegible] সেরিকালচার অফিস (এম.বি.ইউনিট)	ওয়ার্ড নম্বর-১৩	১. বি.এস.এফ. পাড়া ২. রাজবাড়ী (উত্তর) ৩. রাজবাড়ী (পশ্চিম)	উভয়	
২	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী গার্লস হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, ধর্মনগর (পশ্চিমাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-১৩	১. অমিরালা (অংশ) ২. দুর্গাপুর	উভয়	
১	এম. এস. রোড, ধর্মনগর বাজার	ধর্মনগর অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র, ধর্মনগর	ওয়ার্ড নম্বর-১৪	১. পশ্চিম নয়াপাড়া (অংশ) ২. শ্যামা প্রসাদ রোড	উভয়	
২	দক্ষিণ নয়াপাড়া	শ্মশান রোড অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র, ধর্মনগর	ওয়ার্ড নম্বর-১৪	১. পশ্চিম নয়াপাড়া (অংশ) ২. দক্ষিণ নয়াপাড়া (অংশ)	উভয়	
১	অফিসটিলা	ধর্মনগর তহশীল অফিস	ওয়ার্ড নম্বর-১৫	১. কালী দিঘীর পাড় ২. পুরাতন মোটরস্ট্যাণ্ড ৩. রানী রাসমণি রোড ৪. বি.ও.সি. পাড়া ৫. রাজবাড়ী (উত্তর)	উভয়	
২	অফিসটিলা	ডিস্ট্রিক্ট সুপারিন্টেনডেন্ট অফিস, ধর্মনগর (পশ্চিমাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-১৫	১. নেতাজি রোড ২. কালীবাড়ি রোড ৩. সেন্ট্রাল রোড ৪. শ্যামা প্রসাদ রোড ৫. অরবিন্দ রোড	উভয়	
১	অফিসটিলা	ডিস্ট্রিক্ট সুপারিন্টেনডেন্ট অফিস, ধর্মনগর (উত্তরাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-১৬	১. অফিসটিলা রোড ২. রানী রাসমণি রোড	উভয়	
২	অফিসটিলা	জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি অফিস, ধর্মনগর	ওয়ার্ড নম্বর-১৬	১. রামকৃষ্ণ মিশন রোড ২. শিববাড়ি (অংশ) ৩. শিববাড়ি ৪. আলগাপুর রোড ৫. পি.ডব্লিউ.ডি. কোয়ার্টার	উভয়	
১	পোষ্ট অফিস রোড	এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অফিস, পি.ডব্লিউ.ডি., ধর্মনগর	ওয়ার্ড নম্বর-১৭	১. মাইক্রো ওয়েভ রোড (অংশ) ২. মুক্তা লেন ৩. রবীন্দ্র পল্লী ৪. আলগাপুর রোড (পূর্বাংশ) ৫. আলগাপুর রোড (অংশ)	উভয়	
২	পোষ্ট অফিস রোড	এসডিও পিডব্লিউডি অফিস, ধর্মনগর	ওয়ার্ড নম্বর-১৭	১. আলগাপুর ২. আলগাপুর ঘড়ার পাড় ৩. আলগাপুর রোড ৪. বঙ্কিম সরণী ৫. জেইল রোড ৬. রামকৃষ্ণ মিশন (পশ্চিম) ৭. শিববাড়ি (অংশ)	উভয়	
১	জেইল রোড (ডি. কে. রোড)	ধর্মপুর সিনিয়র বেসিক স্কুল, ধর্মনগর (উত্তরাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-১৮	১. [illegible] রোড	উভয়	
২	জেইল রোড (ডি. কে. রোড)	ধর্মপুর সিনিয়র বেসিক স্কুল, ধর্মনগর (পশ্চিমাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-১৮	১. জেইল রোড	উভয়	
১	পদ্মপুর	পদ্মপুর হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল (উত্তরাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-১৯	১. অফিস টিলা (অংশ) ২. পদ্মপুর মহাদেববাড়ী (অংশ) ৩. মধুবাড়ী রোড ৪. [illegible] রোড ৫. ধর্মনগর [illegible] রোড ৬. পদ্মপুর (অংশ)	উভয়	
২	পদ্মপুর	পদ্মপুর হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল (মধ্যাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-১৯	১. পদ্মপুর (অংশ) ২. হরিচাঁদ রোড (অংশ) ৩. মধুবাড়ী রোড (অংশ) ৪. হরিচাঁদ রোড	উভয়	
১	পদ্মপুর	পদ্মপুর হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল (পশ্চিমাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-২০	১. মধুবাড়ী রোড ২. ধর্মনগর [illegible] রোড ৩. পি.বি.সি. রোড ৪. পদ্মপুর	উভয়	
২	পদ্মপুর	পদ্মপুর হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল (পশ্চিমাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-২০	১. অফিস টিলা (অংশ) ২. পদ্মপুর রোড ৩. পদ্মপুর মহাদেববাড়ী ৪. মধুবাড়ী রোড	উভয়	
১	রাজবাড়ী	অফিস অফ দি এস ডি এম, টি এস ই সি এল	ওয়ার্ড নম্বর-২১	১. পুরাতন মোটরস্ট্যাণ্ড	উভয়	
২	রাজবাড়ী	ধর্মনগর ফরেষ্ট অফিস, রাজবাড়ী	ওয়ার্ড নম্বর-২১	১. মণ্ডলপাড়া	উভয়	
১	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী গার্লস হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, ধর্মনগর (উত্তরাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-২২	১. [illegible] রোড ২. টি.আর.টি.সি. রাজবাড়ী ৩. রেল স্টেশন রোড ৪. রাজবাড়ী ৫. স্টেশন কলোনী ৬. আসাম ওয়েল গেট ৭. রেল গেইট	উভয়	
১	রাজবাড়ী	গোল্ডেনভ্যালী হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল (উত্তরাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-২৩	১. [illegible] বস্তি ২. [illegible] রোড ৩. টি.আর.টি.সি. রাজবাড়ী ৪. রেল স্টেশন রোড	উভয়	
২	রাজবাড়ী	গোল্ডেনভ্যালী হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল (পশ্চিমাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-২৩	১. পশ্চিম [illegible]	উভয়	
১	পদ্মপুর	পদ্মপুর অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	ওয়ার্ড নম্বর-২৪	১. মাইক্রো ওয়েভ রোড ২. মুক্তা লেন ৩. রবীন্দ্র পল্লী ৪. আলগাপুর পূর্ব ৫. পদ্মপুর (অংশ) ৬. হরিচাঁদ রোড (অংশ) ৭. বঙ্কিম সরণী ৮. হরিচাঁদ রোড (অংশ) ৯. জেইল রোড	উভয়	
১	উত্তর নয়াপাড়া	নয়াপাড়া সরকারী ইংরেজী মাধ্যম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (পূর্বাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-২৫	১. পূর্ব চন্দ্রপুর প্রগতি রোড ২. পূর্ব চন্দ্রপুর মণ্ডলপাড়া ৩. প্রগতি রোড, মণ্ডলপাড়া ৪. পূর্ব চন্দ্রপুর ৫. ত্রিপল্লী (অংশ)	উভয়	
২	উত্তর নয়াপাড়া	নয়াপাড়া সরকারী ইংরেজী মাধ্যম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (মধ্যাংশ)	ওয়ার্ড নম্বর-২৫	১. নেতাজি পাড়া ২. উত্তর নয়াপাড়া ৩. প্রগতি রোড	উভয়	

তারিখ : ৩০.০১.২০২১.
স্থান : ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা

ডিস্ট্রিক্ট মিউনিসিপাল ইলেকশন অফিসার
(ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এণ্ড কালেক্টর)
উত্তর ত্রিপুরা জিলা : ধর্মনগর
District Magistrate & Collector
North Tripura, Dharmanagar

ICA/D-1377/2020-21

রঞ্জি নয়, বিজয় হাজারে ট্রফি আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই

মুম্বই, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ ট্রফি শেষ হওয়ার পরেই বিজয় হাজারে ট্রফি আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই। রাজ্য সংস্থাগুলিকে লেখা চিঠিতে বোর্ড সচিব জয় শাহ জানিয়েছেন, বিজয় হাজারে ট্রফির সঙ্গেই আয়োজন করা হবে মেয়েদের জাতীয় ওয়ান ডে টুর্নামেন্ট। পরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত হবে অনূর্ধ-১৯ বিনু মানকড় ট্রফিউ ফলে এবছর রঞ্জি ট্রফি আয়োজনের সম্ভাবনা কার্যত নেই বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। যদিও টুর্নামেন্টগুলির সূচি ঘোষণা করা হয়নি এখনও।

অনুমোদিত রাজ্য সংস্থাগুলিকে লেখা চিঠিতে জয় শাহ জানান, 'আমাদের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয় মহিলা ক্রিকেট আয়োজন করা এবং আপনাদের জানাতে পেরে আমি ভীষণ খুশি যে, বিজয় হাজারে ট্রফির পাশাপাশি মেয়েদের ওয়ান ডে টুর্নামেন্টও আয়োজন করতে চলেছি আমরা। তার পরেই অনুষ্ঠিত হবে বিনু মানকড় অনূর্ধ-১৯ টুর্নামেন্ট।' রঞ্জি ট্রফির জন্য দু''টি পর্যায়ে দু''মাসের দীর্ঘ বায়ো-বাবল তৈরি করা মুশকিল। রাজ্য সংস্থাগুলির মতামতের ভিত্তিতে বিসিসিআই জাতীয় ওয়ান ডে টুর্নামেন্টকে প্রাধান্য দেওয়ায় এবছর রঞ্জি ট্রফি আয়োজনের সম্ভাবনা কার্যত নেই বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। তাই যদি হয়, তবে ৮৭ বছরে এই প্রথমবার বিসিসিআইয়ের প্রধান ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে না।

তবে বিসিসিআইয়ের বার্ষিক সাধারণ সভায় এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে যে, শেষমেশ রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ ফি থেকে ক্রিকেটাররা বঞ্চিত হলে তাঁদের আর্থিকভাবে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হতে পারে।বোর্ড সচিব চিঠিতে রাজ্য সংস্থাগুলিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ টুর্নামেন্ট নির্বিঘ্নে ও সাফল্যের সঙ্গে আয়োজন করায়।

বুমরাকে দেখে কপিলদের বোলিং সাধারণ ঠেকছে লারার

খেলোয়াড়ি জীবনে দলের সেরা বোলার ছিলেন কপিল দেব। জাভাগাল শ্রীনাথের বেলায়ও তাই। যখন ভারতের হয়ে খেলেছেন, ছিলেন দলের সেরা বোলার। কপিল আর শ্রীনাথ দুজনের সময়েই খেলেছেন ভারতের আরেক পেসার মনোজ প্রভাকর। তিনি তো একই সময়ে দলের ব্যাটিং, বোলিংদুটিই ওপেন করতেন। কিন্তু সেই সময়ের ভারতীয় পেস আক্রমণ খুব একটা পাত্তা পেত না প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের কাছে।সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের পেস আক্রমণকে সমীহ করেই খেলতে হচ্ছে বিশ্বজোড়া সেরা সেরা ব্যাটসম্যানকে। বিশেষ করে জসপ্রীত বুমরার প্রশংসায় তো পঞ্চমুখ সাবেক—বর্তমান সবাই। টেস্ট, ওয়ানডে, টি—টোয়েন্টিতিন সংস্করণেই দাপটের সঙ্গে বোলিং করে যাচ্ছেন ভারতীয় ফাস্ট বোলার। ১৪ টেস্টে ২০.৩৩ গড়ে নিয়েছেন ৬৮টি উইকেট। ৫৪ ওয়ানডেতে ১০৪ উইকেট ২৪.৪৩ গড়ে। আর আন্তর্জাতিক টি—টোয়েন্টিতে তাঁর উইকেট ৫৯টি, গড় ২০.২৫।জসপ্রীত বুমরাকে ভারতের সাবেক বোলারদের চেয়ে ভালো মানছেন ব্রায়ান লারা। জসপ্রীত বুমরাকে ভারতের সাবেক বোলারদের চেয়ে ভালো মানছেন ব্রায়ান লারা। ছবি: বিসিসিআই

এবারের আইপিএলেও অসাধারণ বোলিং করছেন স্বীকৃত টি—টোয়েন্টিতে ২১.৪০ গড়ে ২০৯ উইকেট পাওয়া বুমরা। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচে ৪ ওভার বোলিং করে ১৪ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ফাস্ট বোলার। ওই ম্যাচের পর তো আরেক দফায় বুমরা—বন্দনায় মেতেছে ক্রিকেট বিশ্ব। বাদ যাননি ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক তারকা ব্যাটসম্যান ব্রায়ান লারাও। ভারতের দৈনিক হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান বলেছেন, বুমরার চেয়ে তিনি কপিল, শ্রীনাথ বা প্রভাকরের মুখোমুখি হতেই বেশি পছন্দ করতেন!

ক্যারিয়ারের সেরা সময়ে লারা ছিলেন যেকোনো বোলারের জন্য আতঙ্কের এক নাম। টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংসের (৪০০*) মালিক লারার মুখোমুখি হলে যেকোনো বোলারকেই হাত থেকে বল ছোড়ার আগে একটু ভাবতে হতো। কপিল, শ্রীনাথ ও প্রভাকরতিনজনের বিপক্ষেই খেলেছেন লারা। কিন্তু খেলা হয়নি বুমরার বিপক্ষে। কপিল, শ্রীনাথ ও প্রভাকরদের দলে যদি বুমরা থাকতেন, তাহলে কী করতেন লারা? হাসতে হাসতেই উইন্ডিজ কিংবদন্তি উত্তর দিলেন, 'বুমরার মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে আমি কপিল দেব, জাভাগাল শ্রীনাথ ও মনোজ প্রভাকরকে খেলতেই পছন্দ করতাম!'

গ্লেন ম্যাকগ্রা, শোয়েব আখতার, অ্যালান ডোনাল্ড...ক্যারিয়ারে কম ফাস্ট বোলারের মুখোমুখি হননি লারা। তবে বুমরার বোলিংটা একটু অন্য রকমই। লারার কথা, তাঁর সময়েও এমন বোলার ছিল, 'এটা ঠিক যে বুমরার মুখোমুখি হওয়ার চ্যালেঞ্জটা একটু অন্য রকম হতো। আমার সময়েও এ রকম একজন ছিল, এই যেমন মাখায়া এনটিনি। সেও একই অ্যাঙ্গেলের ডেলিভারি দিত। তাই বলি, আমি যাদের বিপক্ষে খেলেছি, তাদের কারও কারও সঙ্গে (বুমরার) তুলনা করা যেতে পারে।'

এবারের আইপিএলে ১৪ ম্যাচে ২৭ উইকেট নিয়ে টুর্নামেন্টের 'বেগুনি টুপি' এখন বুমরার অধিকারে। ২৭ উইকেট নিতে তিনি খুব বেশি রান যে দিয়েছেন, তা—ও নয়। এবারের আইপিএলে তিনি ওভারপ্রতি রান দিয়েছেন ৬.৭১ করে। গড়টাও চোখে পড়ার মতো, ১৩.৯২। এবারের আইপিএলে বুমরা ছাড়াও লারার নজর কেড়েছে রাজস্থান রয়্যালসের ফাস্ট বোলার জফরা আর্চার।সময়ের সেরা ফাস্ট বোলারদের মধ্যে বুমরা আর আর্চারকে একটু এগিয়েই রাখতে চান লারা, 'ক্রিকেটের যেকোনো যুগেই বুমরা আর আর্চার ওপরের সারিতে থাকবে। তা তারা একুশ শতকের প্রথম দশক, নব্বই, আশি বা এমনকি সত্তরের দশকে খেললেও। অতীতের কাউকে ছোট করতে চাই না আমি। কিন্তু এই দুজন আমার খেলা বা দেখা যেকোনো যুগের ক্রিকেটের ফাস্ট বোলিংয়েই ওপরের সারিতে থাকত।'ভারতের আরেক ফাস্ট বোলার মোহাম্মদ শামিকে নিয়েও উচ্ছ্বসিত অনেকেই। বুমরার মতো তিনিও সব সংস্করণেই ভালো বোলিং করে যাচ্ছেন। সব সংস্করণেই এত ভালো কীভাবে করছেন বুমরা আর শামি? লারার ব্যাখ্যাটা এ রকম, 'ওদের এই সফলতার কারণ একটাইওরা দুজনেই টেস্ট ও টি—টোয়েন্টিতে একই লেংথে বোলিং করতে পারে। ওদেরকে আপনি খুব বেশি স্লোয়ার বোলিং করতে দেখবেন না।

NOTICE INVITING Tender

Tender vide No. F. 25(1)/TUTCL/20151Vo1-V /523 Dated: 05/ 01/ 2021 is hereby invited by the undersigned from recognized CA firms based in Tripura for Compilation of accounts for the Financial Year 2020-2021 of Tripura Urban Transport Company Ltd. (TUTCL). Bids will be received from 16th February, 2021 to 22"d February, 2021 upto 12.00 Noon at the registered office of Tripura Urban Transport Company Ltd. (TUTCL) and will be opened on 22" February, 2021 at 01.00 PM .

Tender documents can be collected from the office of the undersigned during office hours from 01$t February, 2021 to 15th February, 2021 excluding official holidays.

(Sri Sajal Biswas TCS)
MANAGING DIRECTOR, TUTCL

ICA/C-2973/2020-21

শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে প্রেস কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়ার সদস্য সি কে নায়েককে সংবর্ধনা দেওয়া হয় ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের তরফে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের রাজ্যস্তরীয় গর্ভর্নিং বডির সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির গর্ভর্নিং বডির এক সভা আজ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুখ্য সচিব মনোজ কুমার। সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ডাঃ সিদ্ধার্থ শিব জয়সবাল, বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণ সহ স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ সুভাশিষ দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ রাধা দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। সভায় স্বাস্থ্য দপ্তর ও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের বিভিন্ন কর্মসূচি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ণের বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভায় করোনা জনিত পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা, আরবিএসকে পরিষেবা, টিকাকরণ সহ সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগগুলির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরো তরান্বিত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় রাজ্য সরকারের সমস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধাগুলি যাতে সাধারণ মানুষ আরো দ্রততার সাথে পেতে পারেন সেসব বিষয়েও পর্যালোচনা করা হয়েছে। সভায় দপ্তরের আধিকারিক ও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কর্মীরাগণ উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানান।

কারাবন্দি অখিল গগৈয়ের মুক্তির দাবিতে জেলভরো আন্দোলনকারীদের আটক পুলিশের

গুয়াহাটি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : কারাবন্দি কৃষকনেতা অখিল গগৈয়ের মুক্তির দাবিতে দিশপুরগামী বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের গণেশগুড়িতে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার অসমপ্রেমী যুব-ছাত্র সমাজ গত প্রায় তেরো মাস ধরে কারাবন্দি (শারীরিক অসুস্থতার দরুন বর্তমানে তিনি গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন) অখিল গগৈয়ের মুক্তির দাবির ভিত্তিতে জেল ভরো কর্মসূচির ডাক দিয়েছিলেন।

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী আজ সকালে অসমপ্রেমী যুব-ছাত্র সমাজ-এর কর্মকর্তা এবং কতিপয় সদস্য জেল ভরো আন্দোলনে বসেছিলেন গণেশগুড়িতে গণেশ মন্দিরের কাছে। কিন্তু আন্দোলনের শুরুতেই সংগঠনের নেতা মনোজ গগৈ সহ আটজনকে আটক করে দিশপুর পুলিশ নিয়ে যায়। অসমপ্রেমী যুব-ছাত্র সমাজ-এর আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য ছিল, আজ তাঁরা গণেশ মন্দির চত্বর থেকে লখরায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় কারাগার প্রাঙ্গণে গিয়ে জেল ভরো কর্মসূচির যাত্রা করার কথা

ছয়ের পাতায় দেখুন

কুষ্ঠ রোগ বিরোধী দিবস উপলক্ষে স্পর্শ কুষ্ঠ সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। ৩০ জানুয়ারি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মৃত্য দিবস। এদিনই ভারতবর্ষে কুষ্ঠ রোগ বিরোধী দিবস পালন করা হয়। কুষ্ঠ রোগ বিরোধী দিবসের অঙ্গ হিসাবে আজ থেকে ১৩ ফেব্রয়ারি পর্যন্ত পক্ষকালব্যাপী স্পর্শ কুষ্ঠ সচেতনতা কর্মসূচি সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও পালন করা হচ্ছে। বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি জেলাতে ৩০ জানুয়ারি কুষ্ঠ রোগ বিরোধী দিবস পালন করার পশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে জেলাভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কুষ্ঠ রোগকে নির্মল করে যারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে সেইসব ব্যক্তিদের রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে মারক ও শংসাপত্র দিয়ে সবর্ধনা জানানো হচ্ছে। আশা ভরসা দিবসে স্পর্শ কুষ্ঠ সচেতনতা কর্মসূচিতে আশাকর্মীদের কি কি করতে হবে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পক্ষকালব্যাপী এই কর্মসূচিতে আশাকর্মীগণ বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করে কুষ্ঠ রোগের উপর সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেবেন। এই কর্মসূচি চলাকালীন রাজ্যের ৮টি জেলাতে বিশেষ চর্মরোগ শিবির/কুষ্ঠ রোগ সনাক্তকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। ১৩ ফেব্রয়ারির মধ্যে প্রতিটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্গত প্রতিটি গ্রামে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসে কুষ্ঠ রোগের উপর সচেতনতা কর্মসূচি আয়োজন করা হবে। পক্ষকালব্যাপী কর্মসূচি চলাকালীন প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বহির্বিভাগে কুষ্ঠ রোগ সনাক্তকরণ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই কর্মসূচি চলাকালীন রাষ্ট্রিয় বাল সুরক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ২ থেকে ১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কুষ্ঠ রোগ সনাক্ত করা হবে। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানান।

চাকরি পাকা হচ্ছে না বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি পুষ্পা গানেড়িওয়ালার

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : নাবালক যৌন নিগ্রহ দমন পকসো আইনে অভিযুক্তদের রেহাই দেওয়ার বিতর্কিত রায়ের জেরে চাকরি পাকা হচ্ছে না বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি পুষ্পা গানেড়িওয়ালার। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম কেন্দ্রীয় সরকারকে তাঁর স্থায়ী নিয়োগের সুপারিশ করেছিল, তা ত্যাহার করে নিয়েছে বলেই খবর।

বর্তমানে বম্বে হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসাবে কর্মরত গানেড়িওয়ালা। পরপর বিতর্কিত রায়ের জেরে চাকরি পাকা হচ্ছে না বম্বে হাইকোর্টের মহিলা বিচারপতি পুষ্পা গানেড়িওয়ালার। গানেড়িওয়ালাকে স্থায়ী বিচারপতি হিসাবে নিয়োগের জন্য সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম কেন্দ্রীয় সরকারকে যে সুপারিশ করেছিল, তা তারা প্রত্যাহার করে নিতে চলেছে বলেই খবর।

শীর্ষ আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধান বিচারপতি এসএ বোবদের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের কলেজিয়ামের অন্য দুই সদস্য বিচারপতি এনভি রামানা এবং বিচারপতি আরএফ নরিম্যান এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উল্লেখ্য, এক সপ্তাহের মধ্যে পকসো আইনে করা তিনটি আলাদা মামলায় অভিযুক্তদের রেহাই দিয়েছিলেন বিচারপতি গনেড়িওয়ালা। গত ১৪ জানুয়ারি দেওয়া তাঁর একটি রায়ে তিনি ধর্ষণের অভিযোগের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণের অভাব রয়েছে বলে মন্তব্য করেন।

১৫ জানুয়ারি অন্য এক মামলার রায়ে তিনি বলেন, প্যান্টের খোলা জিপারের উপরে এক নাবালিকার হাত চেপে ধরা যৌন হেনস্থা হিসেবে পকসো আইনের ৭ নম্বর ধারা অনুসারে গ্রহণযোগ্য নয়।

১৯ জানুয়ারি তৃতীয় মামলার রায়ে তিনি বলেন, ১২ বছর বয়েসি কিশোরীর জামা না খুলে স্তন মর্দন করা পকসো আইনের ৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী কখনই যৌন নিগ্রহের সংজ্ঞাভুক্ত নয়। বিচারপতি গনেড়িওয়ালার এই রায় কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্কের সূত্রপাত হয়। অ্যাটর্নি জেনারেল কে কে বেণুগোপালের উল্লেখে রায়ের উপরে স্থগিতাদেশ জারি করে সুপ্রিম কোর্ট।

আশ্চর্যজনক এই যে, তৃতীয় মামলার রায় ঘোষণার পরের দিন২০ জানুয়ারি বিচারপতি গনেড়িওয়ালাকে স্থায়ী নিয়োগের অনুমোদন দেয় সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম। এরপর সুপ্রিম কোর্টের দুই শীর্ষ স্থানীয় বিচারপতি মহারাষ্ট্র নিবাসী বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়া এবং বিচারপতি এ এম খানউইলকর কলেজিয়ামকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বিচারপতি গনেড়িওয়ালাকে স্থায়ী বিচারপতি করার বিষয়ে তাঁদের আপত্তি রয়েছে। এর পর শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া নির্দেশে বিচারপতি গনেড়িওয়ালাকে স্থায়ী বিচারপতি করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছে কলেজিয়াম।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি গনেড়িওয়ালাকে বম্বে হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়। ২০০৭ সালে জেলা বিচারক পদে প্রথম নিয়োগ পেয়েছিলেন তিনি। বিচারক হিসেবে তিনি ইতিমধ্যে মুম্বইয়ের সিটি সিভিল কোর্ট, জেলা আদালত এবং নাগপুরের পারিবারিক আদালতে দায়িত্ব পালন করেছেন। মহারাষ্ট্র জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমির তিনি যুগ্ম অধিকর্তা পদেও বহাল ছিলেন।

রবিবার করিমগঞ্জ জেলায় পালস পোলিও প্রতিষেধক

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : আগামীকাল রবিবার করিমগঞ্জ জেলায় পালস পোলিও প্রতিষেধক দেওয়ার অভিযান শুরু হবে। এই প্রতিষেধক প্রদান পর্ব চলবে তিন দিন। প্রথম দিন ২ লক্ষ ২ হাজার ৯৫৩ শিশুকে পালস পোলিও প্রতিষেধক দেওয়া হবে। এর জন্য জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তরফ থেকে সমগ্র জেলায় ১,০৫৪টি বুথ তৈরি করা হয়েছে। পালস পোলিও অভিযানের জন্য জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন হয়ে গেছে। শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের পোলিও প্রতিষেধক খাওয়াতে জেলায় ট্রানজিট বুথ এবং বাস ও রেলওয়ে স্টেশনে ১৪টি মোবাইল বুথ থাকবে। এছাড়া জেলার আরও ৫১টি প্রত্যন্ত স্থানে

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যপালের সাথে পি সি আই সদস্যের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। আজ রাজভবনে রাজ্যপাল রমেশ বৈস-র সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন প্রেস কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়ার সদস্য সি কে নায়েক। রাজ্যপালের সচিবালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

পালস পোলিও পশ্চিম জেলায় ৬২ হাজার ৪৫৪ জন শিশুকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। আগামীকাল ৩১ জানুয়ারী প্া্স পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচি সারা দেশের সাথে রাজ্যেও অনুষ্ঠিত হবে। পালস পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৬২ হাজার ৪৫৪ শিশুকে পোলিওর ডোজ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৭৫৭টি টিকাকরণ কেন্দ্রে এই টিকা দেওয়া হবে। আজ পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দেবাশিষ দাস এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, প্া্স পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৩ হাজার ৩০ জন স্বাস্থ্যকর্মী ও ১৮৫ জন সুপারভাইজার নিযুক্ত করা হয়েছে। টিকাকরণ কর্মসূচি কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নিয়মাবলী মেনে অনুষ্ঠিত হবে।

৩১ জানুয়ারি পশ্চিম জেলায় ৬২,৪৫৪ জন শিশুকে পালস পোলিও খাওয়ানো হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। আগামী ৩১ জানুয়ারি পশ্চিম জেলার অন্তর্গত সদর, জিরানীয়া, মোহনপুর মহকুমা সহ পুর এলাকায় পালস পোলিও টিকাদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। ঐদিন শূন্য থেকে ৫ বছর বয়সের শিশুদের পালস পোলিও খাওয়ানো হবে। এই কর্মসূচিতে পশ্চিম জেলার মোট ৬২ হাজার ৪৫৪ জন শিশুকে পোলিও প্রতিষেধক খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। কর্মসূচি সফল করতে ২৮ জানুয়ারি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের কার্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জানানো হয়, পশ্চিম জেলায় ৭৫৭টি সেন্টারে মোট ৩০৩০ জন কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। ১৩টি মোবাইল টিম গঠন করা হয়েছে। উক্ত সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক শৈলেশ কুমার যাদব, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক দেবাশিষ দাস, শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

যুবরাজনগর ব্লকে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। যুবরাজনগর ব্লকে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (বি পি ডি পি) তৈরি করার জন্য গতকাল যুবরাজনগর প'ায়েত সমিতির সভাকক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যুবরাজনগর প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান মহানন্দ দেবনাথ সভাপতিত্ব করেন। উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য দিলীপ বর্ধন, সদস্যা কা'নবালা দাস, যুবরাজনগর প'ায়েত সমিতির সদস্য সদস্যাগণ যুবরাজনগর ব্লকের অন্তর্গত ১৯টি গ্রাম প'ায়েতের প্রধান তিনটি এ ডি সি ভিলেজের চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় যুবরাজনগর ব্লকের প'ায়েত এ'টেনশন অফিসার দীপক দাস জানান, যুবরাজনগর ব্লকের গ্রাম প'ায়েত স্তরে প'ায়েত ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। ব্লকের সবগুলি প'ায়েত ও এ ডি সি ভিলেজের প্ল্যান একত্রিত করে ব্লকস্তরে একটি সুসংহত প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে। ১৭টি বিষয়ে স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে এই প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে। ক'ষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, মৎসচাষ, পানীয়জল, রাস্তাঘাট ইত্যাদি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে এই প্ল্যান তৈরি করার কাজ চলছে। এরজন্য বিভিন্ন দপ্তর এবং নির্বাচিত প'ায়েত প্রতিনিধিগণকে নিয়ে ১০টি সেক্টরাল ওয়ার্কিং গ্রপ তৈরী করা হয়েছে। সেক্টরাল ওয়ার্কিং গ্রপগুলির কাজের পদ্ধতি নিয়ে এই দিন প'ায়েত সমিতির হলে একদিনের কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প'ায়েত দপ্তরের আধিকারিকগণ রিসোর্সপার্সন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তারা ব্লক প'ায়েত ডেভেলাপমেন্ট প্ল্যান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে দপ্তরের বক্তব্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। আজ ৩০ জানুয়ারি, ২০২১ দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় 'মন্ত্রীদের মাথায় ভাঙা কাঁঠাল আমলা ব্যস্ত স্বজন পোষণে' শীর্ষক সংবাদটির প্রতি পূর্ত (রাস্তা ও বিল্ডিং) দপ্তরের দৃষ্টি আক'ষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রকের বি'প্তি ম্যানুয়্যাল ফর প্রকিওরমেন্ট অব ওয়ার্কস-২০১৯ অনুসারে ২৫.০০ কোটি টাকার বেশি দরপত্র একটি জাতীয় স্তরের সংবাদপত্রে প্রকাশ করার ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকারের অর্থ দপ্তর ১৬-০১-২০২১ তারিখে একটি মারকলিপি প্রকাশ করে।

দ্বিতীয়ত : পূর্ত দপ্তরের (রোড এণ্ড বিল্ডিং) ৫.০০ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের দরপত্র অনলাইনে প্রকাশিত হয় যা শুধু দেশে নয় সারা বিশ্বের লোক দেখতে পারে। তাই রাজ্যের বাইরের এজেন্সিগুলিও এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাই ১৬-০১-২০২১ তারিখে প্রকাশিত মারকলিপিটি রাজ্যের বাইরের এজেন্সিগুলিকে ব'তি করতে পারে না। তাছাড়া, নিয়ম অনুযায়ী ১.০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের দরপত্রগুলিকে জাতীয় স্তরের সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়। বিগত কয়েক বছরের অভি'তায় দেখা গেছে বাইরের খুব কম সংখ্যক এজেন্সি টেণ্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে। তাই এজাতীয় দরপত্র স্থানীয়দের ব'তি করে বাইরের এজেন্সিগুলিকে সুবিধা দেবে বলা সঠিক হবে না। ভারত সরকারের নীতি মেনেই রাজ্য সরকার জাতীয় স্তরের প্রক্রিয়ায় দরপত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং অধিক প্রচারের বিষয়টিও রয়েছে, তাই দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত সংবাদটির সঠিক ভিত্তি নেই।

কোভিড-১৯ প্রতিষেধক টিকা নিয়ে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে মতবিনিময় সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জানুয়ারি।। কোন রকম দ্বিধা এবং সংশয় ছাড়াই কোভিড-১৯ প্রতিষেধক টিকা নিতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই এই রোগ থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে। আজ হাঁপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ এবং ড. বি আর আম্বেদকর হাসপাতালে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ডা. শৈলেশ কুমার যাদব। সভার শুরুতে জেলাশাসক কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা জানান, প্রথম পর্যায়ে সারা রাজ্যে ৫১,৫৬৩ জনকে কোভিড প্রতিষেধক দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১৫,৩৬৪ জনকে কোভিড টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে রাজ্যে ২৮,১৫২ জনকে কোভিড-১৯ টিকা দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম জেলায় প্রথম পর্যায়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের মধ্যে ৭,৩১৩ জনকে টিকা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারি হাসপাতাল ছাড়াও বেসরকারি ক্লিনিক, নার্সিংহোম সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসক, নার্স ও সমস্ত স্তরের কর্মীদের টিকা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি আই এল এস হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী সহ অন্যান্য কর্মীদের মিলিয়ে মোট ৫৪৬ জনের মধ্যে গতকাল পর্যন্ত ৩৫৮ জনকে কোভিড প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়েছে। আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে মোট ২,৬৯১ জনকে টিকাদানের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ত্রিপুরা ইন্সটইটিউট অব প্যারামেডিকেল সায়েন্সে আরও ২,০৩৮ জনকে টিকাদানের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়।

সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. শৈলেশ কুমার যাদব কোভিড-১৯ টিকাকরণ সম্পর্কিত মত বিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত চিকিৎসক, অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীদের সাথে আলোচনায় জানান, বর্তমানে বিদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভ্রমণের সময়ে কোভিড ভ্যাকসিনেশন সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এদিন মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন টি এম সি'র প্রিন্সিপাল ডা. অরিন্দম দত্ত, পশ্চিম জেলার সি এম ও ডা. দেবাশিস দাস সহ মেডেকেল কলেজ এবং টিপসের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা। উল্লেখ্য, আগামী ৬ ফেব্রয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে রাজ্যে দ্বিতীয় দফায় কোভিড-১৯ প্রতিষেধক দেওয়ার কর্মসূচি।

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে রাস বিহারীর বইগুলি প্রশংসনীয় : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : হিন্দুস্থান সমাচারের প্রাক্তন নির্বাহী সম্পাদক ও প্রবীণ সাংবাদিক রাস বিহারীর বাংলার রাজনীতি নিয়ে লেখা তিনটি বইয়ের প্রভুত প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বই তিনটি প্রশংসা করার সময় বলেন, কয়েক দশকের রাজনৈতিক ইতিহাস নিরপেক্ষতা ও সঠিক তথ্য সহ উপস্থাপন করেছেন। এটা ভারী শ্রমের কাজ যা সাকার করেছেন লেখক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একথা বলেন গত ২৩ শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকীতে কলকাতা সফরকালে ভিক্টোরিয়া হলে বইয়ের লেখক রাস বিহারীর সঙ্গে সাক্ষাতে। এই তথ্য দিয়ে লেখক রাস বিহারী বলেছেন যে, এই বিশেষ সভার সময় তিনি তিনটি বই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে তাঁর লেখার কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত।

বরিষ্ঠ সাংবাদিক রাস বিহারী বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়া তাঁর কাছে অনেক মুল্যবান। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি নিয়ে এ পর্যন্ত রাস বিহারীর তিনটি বই বাজারে এসেছে। 'রক্তাচঞ্চল -বঙ্গাল কি রক্তচরিত্র রাজনীতি', 'রক্তরঞ্জিত বঙ্গাল - লোকসভা চুনাব ২০১৯' এবং 'বঙ্গাল- ভোট কা খুনি লুঠতন্ত্র'। এই বই তিনটি প্রকাশ করেছে যশ পাবলিকেশন।

তিনটি বইয়ের সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নরূপ:

"রক্তাচঞ্চল -বঙ্গাল কি রক্তচরিত্র রাজনীতি" : ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা শেষ হওয়ার আশা করা হয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে বিরোধী দলগুলোর রাজনৈতিক সহিংসতার সম্ভাবনা প্রতিটি নির্বাচনেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বইটিতে ২০১৪ সালের লোকসভা এবং ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সঙ্গে উপনির্বাচনে হিংসা ও কারচুপির ঘটনাগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বইটিতে বলা হয়েছে যে কীভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা, কাটমনি সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একে অপরকে আক্রমণ করেছেন এবং বোমাবাজি করেছে ঠিকাদারি দখল করার জন্য রক্তপাত, চাঁদাবাজি এবং অবৈধ দখলদারি চালিয়েছে।

'রক্তরঞ্জিত বঙ্গাল - লোকসভা চুনাব ২০১৯' : বইটিতে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণের আগে, ভোটগ্রহণের সময় এবং পরে রাজনৈতিক হিংসার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ২০১৯ সালে রাজনৈতিক হিংসায় নিহত ও আহত ব্যক্তিদের উদাহরণ রক্তাক্ত বাংলার দ্বারা প্রমাণিত। কীভাবে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে লড়াইয়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাসে সংঘটিত বোমা হামলা ও গুলি চালানোর ফলে শহর ও গ্রামের মানুষ সারা বছর চিৎকার করে চলেছিল।

'বঙ্গাল- ভোট কা খুনি লুঠতন্ত্র' : পশ্চিমবঙ্গে নকশালিজমের উত্থানের পর গত ৫০ বছরের রাজনৈতিক হিংসার পুরোপুরি পরিচয় করানোর এটিই প্রথম বই। যা কৃষকদের আন্দোলন, শিল্প বন্ধ ও ধর্মঘট, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলগুলিতে বোমা বিস্ফোরণ এবং রিভলবার থেকে গুলিবিদ্ধ গুলির সাথে বিশৃঙ্খলা নিয়ে ১৯৬৭ সালে আন্দোলন সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে। এই বইটিতে ১৯৭২ সালে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের দমন-পীড়নের পরে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার গঠনের পরে রাজনৈতিক হিংসার বিশদ বিবরণ রয়েছে।

গান্ধীজির আত্মবলিদান দিবসে ধর্মনিরপেক্ষতার কাঠামো রক্ষার শপথ নেওয়ার আহ্বান সিপিআইয়ের

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর হত্যা দিবসে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ প্রচার কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শনিবার করিমগঞ্জে এক সভার আয়োজন করে সিপিআই এবং নিখিল ভারত কৃষক সভা। শহরে অবস্থিত শিক্ষক ভবনে গোপালকৃষ্ণ দাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সিপিআইর রাজ্য পরিষদের সদস্য চন্দন চক্রবর্তী বলেন, ১৯৪৮ সালে নাথুরাম গডসের গুলিতে খুন হন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা তথা অহিংসার পূজারি মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীজিকে এর আগে থেকেই চরম শাস্তি দেওয়ার হুমকি দিয়ে আসছিল কট্টর হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক সংগঠন আরএসএস। গডসের গুলিতে গান্ধীজির খুন হওয়ার পর সমগ্র দেশে লাড্ডু বিতরণ করেছিলেন সংঘের কার্যকর্তারা।

সিপিআই নেতা চন্দনবাবু আক্ষেপের সুরে বলেন, গান্ধীজির খুনির উত্তরসূরিরাই আজ ক্ষমতায় বসে দেশের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবনাকে আক্রমণ করছে। তাই গান্ধীজির আত্মবলিদান দিবসে ধর্মনিরপেক্ষতার কাঠামোকে রক্ষার শপথ নেওয়ার আহ্বান জানান সিপিআইয়ের রাজ্য পরিষদের সদস্য চন্দন চক্রবর্তী। তিনি আরও বলেন, আম্বানি ও আদানিদের স্বার্থবাহী কৃষি আইন কার্যকর করতে কৃষকদের

ছয়ের পাতায় দেখুন

জুন মাসে আরও একটি করোনার টিকা আসছে, জানালেন সেরাম কর্তা

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : জুন মাসে বাজারে আসতে পারে কোভিডের আরও এক টিকা কোভোভ্যাক্স। দ্রুত সেই ভ্যাকসিনের ট্রায়াল শুরু পারে ভারতে। শনিবার দুপুরে টুইট করে এই খবর দিয়েছেন আদর পুনাওয়ালা।

সেরাম ও মার্কিন সংস্থা নোভোভ্যাক্স হাত মিলিয়ে তৈরি করছে কোভোভ্যাক্স। ব্রিটেনে সেই ভ্যাকসিনের ট্রায়ালে অভূতপূর্ব সাফল্য মিলেছে বলে দাবি করেছেন পুনাওয়ালা। ট্রায়ালে দেখা গিয়েছে এই টিকার কার্যকরিতা ৮৯.৩ শতাংশ। জুন মাসের মধ্যে এই ভ্যাকসিন বাজারে আনার ব্যাপারে তিনি আশাবাদী। ভারতে ট্রায়ালের জন্য ছাড়পত্র চেয়ে আবেদনও জানানো হয়েছে।

আগামী দিনে ভারতে আরও ভ্যাকসিন ছাড়পত্র পাবে বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জানিয়েছিলেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এ দেশে আরও কয়েকটি টিকা ছাড়পত্র পাবে। এরই মাঝে জুন মাসের মধ্যে আরও এক টিকা নিয়ে আসার কথা জানালেন সেরাম কর্তা।

গত ১৬ জানুয়ারি থেকে ভারতে টিকাকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যা এখনও পর্যন্ত বিশ্বে বৃহত্তম টিকাকরণ প্রক্রিয়া। সেরাম ও অক্সফোর্ডের সম্মিলিত কোভিশিল্ড এবং ভারত বায়োটেকের কোভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্যকর্মীদের। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের হিসেব অনুযায়ী, গত ১৩ দিনে ২৫ লক্ষের বেশি স্বাস্থ্যকর্মীর টিকাকরণ হয়ে গিয়েছে। টিকাকরণের নিরিখে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে ভারত।

সাময়িকভাবে স্থগিত রেকর্ডার কোর্সের মৌখিক পরীক্ষা

গুয়াহাটি, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : সাময়িকভাবে স্থগিত রেকর্ডার কোর্সের জন্য বাছাইকৃত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি সোমবার থেকে রেকর্ডার কোর্সের জন্য বাছাইকৃত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সাময়িক ভাবে তা স্থগিত রাখা হয়েছে বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে।

রাজ্যের ল্যান্ড রেকর্ড বিভাগের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর শনিবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই স্থগিতাদেশের কথা ঘোষণা করেছেন। মৌখিক পরীক্ষার আগামী দিন তারিখ পরবর্তীতে জানানো হবে বলেও জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গুয়াহাটিতে রেকর্ডার কোর্সের জন্য বাছাইকৃত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

রায়গঞ্জে করোনায় মৃত বৃদ্ধ

রায়গঞ্জ, ৩০ জানুয়ারি (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। শনিবার সকালে মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধের।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই বৃদ্ধের নাম বাবুলাল সরকার (৬০)। কালিয়াগঞ্জ থানার ফতেপুরের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। চলতি মাসের ২০ তারিখে করোনা আক্রান্ত হয়ে রায়গঞ্জ থানার কর্ণজোড়া ফাঁড়ির অন্তর্গত করোনা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। এদিন সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃদ্ধের পরিবারকে ফোন মারফত জানানো হয়েছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।